

সূরা ১১ : হুদ, মাক্কী
(১২৩ আয়াত, ১০ রুকু')

১১ - سورة هود، مَكِّيَّة
(آيَاتُهَا : ١٢٣، رُكُوعَاتُهَا : ١٠)

সূরা হুদ রাসূলের (সাঃ) চুলকে ধূসর বর্ণ করে দিয়েছিল

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবু বাকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিসে আপনাকে বৃদ্ধ করে দিল? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমাকে সূরা হুদ (১১), ওয়াকি‘আহ (৫৬), আল-মুরসালাত (৭৭), আন্মা-ইয়াতাসাআলুন (নাবা, ৭৮) এবং ইয়াশ্ শামসু কুভ্‌ভিরাত (তাকউইর, ৮১) বৃদ্ধ করে ফেলেছে। অন্য বর্ণনায় আছে : ‘সূরা হুদ এবং ওর সঙ্গীয় সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ করেছে। (তিরমিযী ৯/১৮৪)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম রা। এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদি দ্বারা) মযবূত করা হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে।	١. الرّ ۚ كِتَابٌ أَحْكَمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
২। (এ উদ্দেশ্যে যে,) আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদাত করনা; আমি (নাবী) তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ হতে তোমাদেরকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।	٢. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَكَاشِيرٌ
৩। আর (এ উদ্দেশ্যে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাক। তিনি	٣. وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ

<p>তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক 'আমলকারীকে অধিক সাওয়াব দিবেন; আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাক তাহলে আমি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা করি।</p>	<p>تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ</p>
<p>৪। আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।</p>	<p>٤. إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ</p>

একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য কুরআনের দাওয়াত

সূরা বাকারায় হুরূফে হিজার উপর আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির কোনই প্রয়োজন নেই। তাই الر এর উপর আলোকপাত করা হচ্ছেনা। এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদি দ্বারা) মযবূত করা হয়েছে। আল্লাহর আয়াতগুলি দৃঢ় ও মযবূত। **فُصِّلَتْ** এর অর্থ হচ্ছে, আকার ও অর্থের দিক দিয়ে এই আয়াতগুলি পূর্ণ। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) থেকে এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (তাবারী ১৫/২২৭) ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) এই ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। **مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ** এটা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত। তিনি কথায় প্রজ্ঞাময় এবং কাজের পরিণাম সম্পর্কে মহাজ্ঞাতা। নির্দেশ দেয়া হচ্ছে : **إِلَّا اللَّهَ** : আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করনা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আশিয়া, ২১ : ২৫)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬) বর্ণিত হয়েছে :
إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ আমি (নাবী সঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করছি, আবার জান্নাতের সুসংবাদও দিচ্ছি।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর উঠে কুরাইশের গোত্রগুলিকে ডাক দিয়ে বলেন : ‘হে কুরাইশের দল! আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, সকালে তোমাদের উপর শত্রুরা আক্রমণ চালাবে তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি?’ সবাই সম্মুখে বলে উঠল : ‘আপনি কোন দিন মিথ্যা কথা বলেছেন এমন কথাতো আমাদের জানা নেই।’ তখন তিনি বললেন : ‘তাহলে জেনে রেখ যে, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি। (বুখারী ৪৯৭১, মুসলিম ২০৮, দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/১০১) এ শাস্তি অবশ্যই হবে।

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ
সুতরাং এখনও তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবাহ করে নাও। এরূপ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তোমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন এবং যে ব্যক্তি অনুগ্রহ লাভের যোগ্য তার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করবেন। তিনি দুনিয়ায়ও তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন এবং আখিরাতেও করবেন। মহান আল্লাহ বলেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব। (সূরা নাহল, ১৬ : ৯৭)

هُوَ الَّذِي يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ মহান আল্লাহর এই উক্তির ব্যাখ্যায় ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে তার জন্য একটি পাপ লিখে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে তার উপর দশটি সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়েই থাক তাহলে তোমাদের জন্য ভীষণ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাকে অবশ্যই কিয়ামাতের দিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি :

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তিনি স্বীয় আউলিয়ারদের (অনুগ্রহভাজনদের) প্রতি ইহসান করতে এবং অপরাধী শত্রুদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম। পুনরায় সৃষ্টি করার উপরও তিনি ক্ষমতাবান। এটা হচ্ছে ভীষণ সতর্কবাণী, যেমন এর পূর্বের বাণী ছিল উৎসাহব্যঞ্জক।

৫। জেনে রেখ, তারা কুক্ষিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলি আল্লাহ হতে লুকাতে পারে। সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথাও জানেন।

۵. أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ صُدُورَهُمْ
لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ
يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا
يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

সবকিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ খোলা আকাশের নীচে প্রস্রাব, পায়খানা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখত। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জাফর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন আমি তাকে বললাম : হে ইব্ন আব্বাস! 'তাদের বক্ষ সংকুচিত করে রেখেছে' এর অর্থ কী? তিনি উত্তরে বলেন : 'এর দ্বারা ঐ লোককে বুঝানো হয়েছে, যে স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জাবোধ করে অথবা খোলা আকাশের নীচে প্রস্রাব-পায়খানা করতে দ্বিধা করে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/২০০)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা খোলা আকাশের নিচে শরীরের আবরণ (কাপড়) খুলে প্রাকৃতিক কাজ (প্রস্রাব-পায়খানা) করতে লজ্জা বোধ করতেন, যেহেতু তা খোলা আকাশে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া তাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেও দ্বিধা করতেন এই ভয়ে যে, তাওতো উন্মুক্ত আকাশে প্রকাশিত হয়। তাদের এসব ধারণার কারণে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/২০০)

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন : **يَسْتَعْشُونَ** তারা রাতের অন্ধকারে শয়ন করার সময় কাপড় গায়ে জড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা কোন কাজ গোপনেই করুক বা প্রকাশ্যেই করুক, আল্লাহ তা জানেন।

একাদশ পারা সমাপ্ত।

৬। আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয়ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাওহে মাহফুযে) রয়েছে।

ۖ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

আল্লাহই সমস্ত সৃষ্টি জগতের রিয়কের ব্যবস্থা করেন

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ছোট-বড় স্থলভাগে অবস্থানকারী এবং পানিতে অবস্থানকারী সমস্ত মাখলূকের জীবিকা তাঁরই যিম্মায় রয়েছে। তিনিই ওগুলির চলা-ফিরা, আসা-যাওয়া, স্থির থাকা, মৃত্যুর স্থান, গর্ভাশয়ের মধ্যে অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছেন। এটা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং একদল মনীষী বর্ণনা করেছেন।

এসব ঘটনা ঐ কিতাবে লিখিত আছে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে এবং ঐ কিতাবই এর ব্যাখ্যা দান করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি। অতঃপর তাদের সকলকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৩৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৯)

৭। আর তিনি এমন, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির

۷. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

উপর ছিল, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম 'আমলকারী কে? আর যদি তুমি বল : নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে, তখন যে সব লোক কাফির তারা বলে : এটাতো নিছক স্পষ্ট যাদু।

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ
مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

৮। আর যদি আমি কিছু দিনের জন্য তাদের থেকে শাস্তিকে মুলতবী করে রাখি তাহলে তারা বলতে থাকে : সেই শাস্তিকে কিসে আটকে রেখেছে? স্মরণ রেখ, যেদিন ওটা তাদের উপর এসে পড়বে তখন তা কারও নিবারণে কিছুতেই নিবারিত হবেনা, আর যা নিয়ে তারা উপহাস করছিল তা এসে তাদেরকে ঘিরে নিবে।

۸. وَلَيْنَ أَخْرَنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ
إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولَنَّ مَا
تَحْسِبُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ
لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ

আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী এবং নভোমন্ডলসমূহ সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের উপরই তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। আসমানসমূহ ও যমীনকে তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং এর পূর্বে তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। যেমন ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত

আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘হে বানু তামীম (গোত্র)! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।’ তারা বলল : ‘আপনি আমাদের সুসংবাদ প্রদান করলেন এবং আমরা তা গ্রহণ করলাম। তিনি (পুনরায়) বললেন : ‘হে ইয়ামানবাসী! তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর।’ তারা বলল : ‘আমরা গ্রহণ করলাম। সুতরাং সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হয়েছে তা আমাদেরকে শুনিয়ে দিন!’ তিনি বললেন : ‘সর্ব প্রথম আল্লাহই ছিলেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তিনি লাউহে মাহফূযে সব জিনিসের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।’ হাদীসের বর্ণনাকারী ইমরান (রাঃ) বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পর্যন্ত বলেছেন, এমন সময় আমার কাছে এক আগন্তুক এসে বলে : ‘হে ইমরান (রাঃ)! আপনার উষ্ট্রটি রশি ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে।’ আমি তখন ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। সুতরাং আমার চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছিলেন তা আমার জানা নেই।’ (আহমাদ ৪/৪৩১, ফাতহুল বারী ৬/৩৩০, মুসলিম ৪/২০৪১)

আমর ইব্ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্ট জীবের ভাগ্য লিখে রাখেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।’ (মুসলিম ৪/২০৪৪)

এ হাদীসের তাফসীরে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন : (হে বান্দা)! তুমি (আমার পথে) খরচ কর, আমি তোমাকে তার প্রতিদান দিব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ রয়েছে। রাত দিনের খরচ তার কিছুই কমাতে পারেনা। তোমরা কি দেখনা যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত কি পরিমাণ খরচ করে আসছেন? অথচ তাঁর ডান হাতে যা ছিল তার এতটুকুও কমেনি। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তাঁর হাতে মীযান (দাঁড়িপাল্লা) রয়েছে যা তিনি কখনও উঁচু করছেন এবং কখনও নীচু করছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/২০২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি :

لَيَلْوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحْسَنُ عَمَلًا যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে? আসমান ও যমীনের সৃষ্টি তোমাদেরই উপকারের জন্য। তোমাদেরকে তিনি এ কারণেই সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা শুধু

তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। তিনি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। যেমন তিনি বলেন :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ : ২৭) আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা‘বুদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু‘মিনুন. ২৩ : ১১৫-১১৬) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি :

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا যেন তোমাদেরকে তিনি পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে? মহান আল্লাহ ‘উত্তম আমলকারী’ বলেছেন, ‘অধিক আমলকারী’ বলেননি। কেননা উত্তম আমল হচ্ছে ওটাই যার মধ্যে থাকে আন্তরিকতা এবং যা প্রতিষ্ঠিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াতের উপর। এ দু’টির মধ্যে একটা না থাকলেই সেই আমল হবে বৃথা ও মূল্যহীন।

বিচার দিবসকে অস্বীকার করে

কাফিরেরা তা ত্বরাণ্বিত করতে বাক-বিতণ্ডা করে

وَلَكِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ... আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ... হে মুহাম্মদ! তুমি যদি এই মুশরিকদেরকে খবর দাও যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় উত্থিত করবেন তাহলে তারা স্পষ্টভাবে বলবে, আমরা

এটা মানি। অথচ তারা জানে যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِهِمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে : আল্লাহ! তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮৭)

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর : কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে : আল্লাহ! (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৬১) এতদসত্ত্বেও তারা পুনরুত্থানকে এবং বিচার দিবসকে অস্বীকার করছে! এটাতো স্পষ্ট কথা যে, প্রথমবার সৃষ্টি করা যাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাও তাঁর পক্ষে কঠিন হবেনা। বরং প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আরও সহজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা আলে ইমরান, ৩০ : ২৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৮) তাদের উক্তি :

إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার কথা বলছেন, আমরা আপনার এ কথা বিশ্বাস করিনা। এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর যাদু তাঁকে যা বলায়, সে চায় তোমরাও তা অনুসরণ কর। আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

আমি যদি وَلَكِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ
কিছু দিনের জন্য তাদের থেকে শাস্তিকে মূলতবী করে রাখি তাহলে তারা ঐ শাস্তি
আসবেনা মনে করে বলে, এই শাস্তিকে কিসে আটকে রেখেছে? তাদের অন্তরে
কুফরী ও শিরক এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাদের অন্তর থেকে কোন ক্রমেই
তা দূর হচ্ছেনা।

‘উম্মাহ’ শব্দের অর্থ

কুরআন ও হাদীসে أُمَّة শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন
সময় এই শব্দ দ্বারা সময় বা সময়ের দৈর্ঘ্য বুঝানো হয়েছে। যেমন إِلَى أُمَّةٍ
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ مَّعْدُودَةٍ এই স্থলে এবং সূরা ইউসুফের
أُمَّة (১২ : ৪৫) এই আয়াতে। অর্থাৎ বন্দীদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল
এবং বহুদিন পর তার স্মরণ হল, সে বলল...। অনুসরণীয় ইমামের অর্থেও أُمَّة
শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়েছে :

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে
ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা নাহল, ১৬ : ১২০) ‘মিল্লাত’ ও ‘দীন’ অর্থেও
এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের ব্যাপারে খবর
দিতে গিয়ে বলেন :

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ

আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী
এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ২৩) এ
শব্দটি জামাআত বা দল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া
তা‘আলাহ উক্তি :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল তখন দেখল যে, একদল লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে। (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৩) মহান আল্লাহর আরও উক্তি :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

প্রত্যেক উম্মাতের জন্য রাসূল রয়েছে, যখন তাদের সেই রাসূল (বিচার দিবসে) এসে পড়বে, (তখন) তাদের মীমাংসা করা হবে ন্যায়ভাবে, আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৪৭) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আমার নাম শুনল অথচ ঈমান আনলনা সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ (মুসলিম ১/১৩৪) তবে অনুগত দল ওটাই যারা রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১০) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমি বলব, আমার উম্মাত! আমার উম্মাত!’ (মুসলিম ১/১৮৩) অম্মে শব্দটি শ্রেণী বা গোষ্ঠী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি :

وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ১৫৯) আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ ... الْخ

আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১৩)

৯। আর আমি যদি মানুষকে স্বীয় অনুগ্রহ আশ্বাদন করাই, অতঃপর তা তার হতে ছিনিয়ে নিই তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৯. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ تَزَعَّنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُفْسِدُ كُفُورًا

১০। আর যদি তাকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করার পর আমি তাকে নি'আমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে বলতে শুরু করে : আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল; (আর) সে গর্ব করতে থাকে, আত্ম প্রশংসা করতে থাকে।

১০. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعَمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

১১। কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান।

১১. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

সুখ ও দুঃখের সময় মানুষের মনোভাবের বর্ণনা

পূর্ণ ঈমানদারগণ ছাড়া সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে যে সব খারাপ দোষ ও বদ অভ্যাস রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মানুষ সুখের পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং

মহান আল্লাহর প্রতি বদ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে, ইতোপূর্বে যেন সে কোন আরাম ও সুখ ভোগ করেইনি। অথবা এই দুঃখ-কষ্টের পর পুনরায় যে তাদের উপর শান্তি নেমে আসতে পারে এ আশাও তারা করেনা। পক্ষান্তরে দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার পর যদি সুখ-শান্তি তাদেরকে স্পর্শ করে তখন তারা বলতে শুরু করে : لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي দুঃসময় তাদের উপর থেকে সরে গেছে। এ কথা বলে তারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় এবং অন্যদের উপর গর্ব করতে থাকে। এর পর আবারও যে তাদের উপর দুঃখ-বিপদ নেমে আসতে পারে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে বেখেয়াল ও নিশ্চিত হয়ে পড়ে।

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ
কিন্তু যারা মু'মিন তারা এই বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত। তারা দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখ ও আরামের সময় মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও তাঁর অনুগত হয়ে থাকে। এসব লোক এর বিনিময়ে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার লাভ করে। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! মু'মিনের উপর এমন কোন কষ্ট, বিপদ, দুঃখ ও চিন্তা পতিত হয়না যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা না করেন, এমন কি একটা কাঁটা ফুটেলেও।' (আহমাদ ৩/৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! মু'মিনের জন্য আল্লাহর প্রত্যেকটি ফাইসালা কল্যাণকর হয়ে থাকে। সে সুখ-শান্তির সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয় এবং দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তখনও সে কল্যাণ লাভ করে থাকে।' (মুসলিম ৪/২২৯৫) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে। (সূরা আসর, ১০৩ : ১-৩) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

মানুষতো সৃষ্টি হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্ত রূপে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ১৯)

১২। তুমি কি অংশবিশেষ বর্জন করতে চাও ঐ নির্দেশাবলী হতে যা তোমার প্রতি অহী যোগে প্রেরিত হয়? আর তোমার মন সংকুচিত হয় এই কথায় যে, তারা বলে : তার প্রতি কোন ধন-ভান্ডার কেন নাযিল হলনা, অথবা কেন তার সাথে একজন (মালাক/ফেরেশতা) আসেনা? তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী।

۱۲. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ ۚ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

১৩। তাহলে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও : তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে সমস্ত গাইরুন্নাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

۱۳. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

১৪। অতঃপর যদি তারা তোমাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করতে না পারে তাহলে তোমরা

۱۴. فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ

দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, এই
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে
আল্লাহরই জ্ঞান (ও ক্ষমতা)
দ্বারা; আর এটাও যে, আল্লাহ
ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।
তাহলে এখন তোমরা মুসলিম
হবে কি?

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ

কাফিরদের উপহাসের জন্য রাসূলের (সাঃ) মনঃকষ্ট

কাফির ও মুশরিকরা যে নানাভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদ্রূপ ও উপহাস করত এবং এর ফলে তিনি মনে কষ্ট পেতেন, তাই এখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন তিনি তাদের উক্তি়র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ
لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوبَ مَعَهُ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ
لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا
مَّسْحُورًا

তারা বলে : এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফিরা করে? তার কাছে কোন মালাক কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত সতর্ককারী রূপে? তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন একটি বাগান দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে? সীমা লংঘনকারীরা আরও বলে : তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি়রই অনুসরণ করছ। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭-৮) সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন : ‘হে নাবী! তুমি হতোদ্যম হয়োনা এবং দা‘ওয়াতের কাজ থেকে বিরত থেকনা। তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান করতে মোটেই অবহেলা করনা। রাত-দিন তাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করতে থাক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

<p>দিয়ে দিই, তাদের জন্য কিছুই কম করা হয়না।</p>	<p>أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ</p>
<p>১৬। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই; আর তারা যা কিছু করছে তাও বিফল হবে।</p>	<p>١٦. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>

দুনিয়ার জীবনে যাঞ্চকারীর জন্য পরকালে কিছুই নেই

এই আয়াতের ব্যাপারে আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রিয়াকার বা যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সৎ কাজ করে তাদের সৎ কাজের প্রতিদান এই দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়, একটুও কম করা হয়না। সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে সালাত আদায় করে কিংবা সিয়াম পালন করে অথবা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে, তার বিনিময় সে দুনিয়ায়ই পেয়ে যায়। আখিরাতে সে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত ও আমলহীন অবস্থায় উঠবে। (তাবারী ১৫/২৬৩) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/২৬৪, ২৬৫)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) এবং হাসান (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত দু'টি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৫/২৬৫) আর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, রিয়াকারদের ব্যাপারে এ দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৫/২৬৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, যার উদ্দেশ্য যেটা হবে সেটা অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করা হবে। যে আমল দুনিয়া সন্ধানের উদ্দেশে হবে আখিরাতে তা বিফল হয়ে যাবে। যেহেতু মু'মিনের আমল আখিরাত সন্ধানের উদ্দেশে হয়ে থাকে সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা তাকে আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দিবেন এবং

দুনিয়ায়ও তার সৎ কার্যাবলী তার উপকারে আসবে। (তাবারী ১৫/২৬৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هُنَا وَهُنَا وَمِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টাসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। তোমার রাক্ষ তঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অব্যাহত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৮-২১) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা। (সূরা শূরা, ৪২ : ২০)

১৭। তারা কি এমন ব্যক্তিদের সমান হতে পারে যারা কায়ম আছে তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর এবং যার কাছে তাঁর প্রেরিত

১৭. أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ

এক সাক্ষী আবৃত্তি করে; এবং তাদের কাছে মূসার কিতাব রয়েছে, যা পথনির্দেশ ও রাহমাত স্বরূপ? এমন লোকেরাই এর প্রতি ঈমান রাখে। আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। অতএব তুমি কুরআন সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হোনো, নিঃসন্দেহে এটি সত্য কিতাব তোমার রবের সন্নিধান হতে। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনা।

قَبْلَهُ كَتَبْ مُوسَىٰ إِمَامًا
وَرَحْمَةً ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ
وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۚ مِنَ الْأَحْزَابِ
فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي
مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ
وَلَكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُونَ

যারা কুরআনকে বিশ্বাস করে তারা সত্যের উপর রয়েছে

এখানে আল্লাহ তা‘আলা ঐ মু‘মিনদের অবস্থার সংবাদ দিচ্ছেন যারা তাঁর সেই প্রকৃতির উপর রয়েছে যার উপর তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যারা তাঁর একাত্ববাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই উপাস্য নেই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রুম, ৩০ : ৩০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘প্রত্যেক আদম সন্তান (ইসলামী) প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মাজুসী বানিয়ে দেয়। যেমন পশুর বাচ্চা নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

বিশিষ্ট হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। তোমরা কি ওকে কান কাটা অবস্থায় দেখতে পাও? (অর্থাৎ জনৈক সময় ওর কান কাটা থাকেনা, বরং পরে মানুষই তার কান কেটে থাকে) (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭)

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্ন হাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদী রূপেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান তাদেরকে তাদের দীন হতে বিভ্রান্ত করেছে এবং তাদের উপর আমি যা হালাল করেছি তা হারাম করেছে। আর তাদেরকে আদেশ করেছে যে, তারা যেন আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করে, আমি যার কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি। (মুসলিম ৪/২১৯৭)

সুতরাং মু‘মিনের ফিতরাত বা প্রকৃতি আল্লাহর অহীর সাথে মিলে যায়। সৎক্ষিপ্তভাবে ওর বিশ্বাস প্রথম থেকেই থাকে। অতঃপর ওটা শারীয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যাকে মেনে নেয়। তার ফিতরাত বা প্রকৃতি এক একটি মাস্আলার সত্যতা স্বীকার করতে থাকে। অতঃপর সঠিক ও নিখুঁত ফিতরাতের সাথে মিলিত হয় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যা জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে দেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌঁছে দেন তাঁর উম্মাতের কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি :

وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَى এবং তা হচ্ছে তাওরাত। এই কিতাবকে আল্লাহ তা‘আলা ঐ যুগের উম্মাতের জন্য পরিচালক রূপে পাঠিয়েছিলেন এবং ওটা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে করুণা স্বরূপ। এই কিতাবের (তাওরাত) উপর যার পূর্ণ ঈমান রয়েছে সে অবশ্যই ঐ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীমের উপরও ঈমান আনবে। কেননা إِمَامًا وَرَحْمَةً ঐ কিতাব এই কিতাবের (কুরআন) উপর ঈমান আনার ব্যাপারে পথ প্রদর্শক স্বরূপ।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা পূর্ণ কুরআন বা কুরআনের কিছু অংশ অমান্যকারীদের শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ার যে কোন জামা‘আত বা দলের কাছে কুরআনের অমিয় বাণী পৌঁছল, অথচ তারা ওর উপর ঈমান

আনলনা তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। যেমন আল্লাহ রাক্বুল আ'লামীন স্বীয় নাবীর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

لَا تُنذِرُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৯) অন্য জায়গায় রয়েছে :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৮) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ
করবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।

আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের মধ্য হতে যে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান আমার কথা শুনল অথচ তার উপর ঈমান আনলনা সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (মুসলিম ১/১৩৫)

প্রতিটি হাদীস কুরআন দ্বারা প্রমাণিত

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে আইউব আশ শাখসিয়ানী (রহঃ) বর্ণনা করেন : 'আমি যে বিশুদ্ধ হাদীসই শুনতাম, ওর সত্যতার সমর্থন আল্লাহর কিতাবে অবশ্যই পেতাম। উপরোল্লিখিত হাদীসটি শুনে কুরআনুল হাকীমের কোন্ আয়াতে এর সত্যতার সমর্থন মিলে তা আমি অনুসন্ধান করতে লাগলাম। তখন আমি উপরোক্ত হাদীসটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই আয়াতটি পেলাম। আয়াতটি হল (কুরআন) وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং এর দ্বারা সমস্ত দীনের লোকই উদ্দেশ্য। (তাবারী ১৫/২৮০) মহান আল্লাহর উক্তি :

هَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ
সরাসরি তোমার রাক্ব আল্লাহর পক্ষ হতে আসার ব্যাপারে তোমার মোটেই সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الْم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আলিফ লাম মীম। এই কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১-২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন :

الْم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

আলিফ-লাম-মীম। ইহা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই; ধর্ম-ভীরুদের জন্য ঐ গ্রন্থ পথ নির্দেশ। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১-২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমান আনয়ন করেনা। এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মতই :

وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৩) এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসী অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১৬) অন্যত্র রয়েছে :

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল। (সূরা সাবা, ৩৪ : ২০)

১৮। আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী (যালিম) কে হবে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? এরূপ লোকদেরকে তাদের রবের

১৮. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ

সামনে পেশ করা হবে এবং সাক্ষী (মালাইকা) বলবে : এরা ঐ লোক যারা নিজেদের রাব্ব সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। জেনে রেখ, এমন যালিমদের জন্য আল্লাহর লানত,

يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
الْأَشْهَدُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ؕ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الظَّالِمِينَ

১৯। যারা অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখত এবং ওতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত; আর তারা তো আখিরাতেও অমান্যকারী।

১৯. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

২০। তারা (সমগ্র) ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি, আর না তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কেহ সহায়কও হল। এরূপ লোকদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি হবে; এরা (অবজ্ঞার কারণে আহকাম-সমূহ) না শুনতে সক্ষম হচ্ছিল, আর না তারা সত্য (পথ) দেখছিল।

২০. أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا
مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا
كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِّنْ
أَوْلِيَاءَ ۖ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ
وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ

২১। এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ

২১. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

<p>২২। এটা সুনিশ্চিত যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।</p>	<p>۲۲. لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ</p>

আল্লাহ সম্বন্ধে যারা নতুন উদ্ভাবন করে এবং মানুষকে তাঁর পথ অনুসরণে বাধা দেয় তারাি বড় ক্ষতিগ্রস্ত

যে সব লোক আল্লাহ তা‘আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে, আখিরাতে তাদের মালাইকা, রাসূল, নাবী এবং সমস্ত মানব ও দানব জাতির সামনে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সাফওয়ান ইব্ন মুহরিয (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : (একদা) আমি ইব্ন উমারের (রাঃ) হাত ধরেছিলাম, এমন সময় একটি লোক তার কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল : ‘কিয়ামাতের দিন গোপন আলাপ সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি কিছু বলতে শুনেছেন?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই মহা মহিমাম্বিত আল্লাহ মু‘মিন বান্দাকে নিজের নিকটবর্তী করবেন, এমনকি তিনি স্বীয় ছায়া তার উপর রাখবেন এবং তাকে জনগণের দৃষ্টির অন্তরাল করবেন। অতঃপর তিনি তাকে তার পাপগুলির স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে বলবেন : ‘অমুক পাপকাজ তোমার জানা আছে কি? অমুক পাপ তুমি জান কি? অমুক পাপকাজ সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি?’ ঐ মু‘মিন বান্দা তার পাপকাজগুলি স্বীকার করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। ঐ সময় পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে বলবেন : ‘হে আমার বান্দা! দুনিয়ায় আমি তোমার এই পাপগুলি ঢেকে রেখেছিলাম। জেনে রেখ যে, আজকেও আমি ওগুলি ক্ষমা করে দিলাম।’ অতঃপর তাকে তার সাওয়াবের আমলনামা প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকদের উপর সাক্ষীদেরকে পেশ করা হবে। তারা বলবে : ‘এরা ঐ লোক যারা নিজেদের রাব্ব

সম্বন্ধে মিথ্যা কথা আরোপ করেছিল। জেনে রেখ যে, এমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর লা'নত।' (আহমাদ ২/৭৪, ফাতহুল বারী ৮/২০৪, মুসলিম ৪/২১২০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি :

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا যে লোকেরা জনগণকে সত্যের অনুসরণ করতে এবং হিদায়াতের পথে চলতে বাধা প্রদান করে, যে পথ অনুসরণ করলে তারা মহামহিমাম্বিত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا এবং ওতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত। আর তারা কামনা করে যে, তাদের পথ যেন সোজা না হয়ে বক্র হয় এবং আখিরাতের দিনকেও যেন অস্বীকার করে। অর্থাৎ কিয়ামাত যে একদিন সংঘটিত হবে তা তারা বিশ্বাস করেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ তারা ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি, আর না তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কেহ সহায়ক হল। অর্থাৎ তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর অধীনস্ত। সব সময় তিনি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। তিনি ইচ্ছা করলে আখিরাতের পূর্বে দুনিয়ায়ই তাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে তাদেরকে অল্প দিনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং শাস্তি কে ত্বরান্বিত না করে বিলম্বিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু ছুটাছুটি করবে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪২)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অবশেষে যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেননা। (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন : يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ এরূপ লোকদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ তারা আল্লাহর দেয়া শক্তিকে কাজে লাগায়নি। সত্য কথা শোনা হতে কানকে বধির করে রেখেছে এবং সত্যের অনুসরণ হতে

চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের জাহান্নামে প্রবেশের সময়ের খবর দিচ্ছেন :

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

এবং তারা আরও বলবে : যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ১০) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তি র উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহল, ১৬ : ৮৮) এ জন্যই তারা যা প্রত্যাখ্যান করার আদেশ দিয়েছে তার প্রত্যাখ্যাত প্রতিটি আদেশের উপর ও প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার উপর তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে, আর যে সব উপাস্য (দেবতা) তারা গড়ে রেখেছিল, তাদের দিক থেকে ওরা সবাই উধাও হয়ে গেছে) অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। কারণ তারা গরম আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং ওর মধ্যেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। ক্ষণিকের জন্যও ঐ শাস্তি হালকা করা হবেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

كُلَّمَا حَبَّتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৯৭)

وَضَلَّ عَنْهُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَكُنُوا لَهُمْ آيَةً (আল্লাহ ছাড়া যেসব উপাস্য/দেবতা তারা তৈরী করে নিয়েছিল ঐদিন সেগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। বরং তাদের সর্বপ্রকারের ক্ষতি সাধন করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৬) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
الْأَسْبَابُ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৬৬)

এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেগুলি তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ দেয়। এটা সুনিশ্চিত যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা তারা জান্নাতের সুবিশাল বাসস্থানের পরিবর্তে জাহান্নামের গর্তকে গ্রহণ করেছে। তারা গ্রহণ করে নিয়েছে আল্লাহর নি'আমাতরাশির পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনকে। আরও গ্রহণ করেছে জান্নাতের সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে জাহান্নামের অগ্নিতুল্য গরম পানিকে এবং ধূম্রপূর্ণ জাহান্নামের আবাসকে। ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হ্রের পরিবর্তে তারা রক্ত পুঁজকেই কবুল করে নিয়েছে। আর তারা কবুল করে নিয়েছে সুউচ্চ ও সুদৃশ্য প্রাসাদমালার পরিবর্তে জাহান্নামের সঙ্কীর্ণ আবাসস্থল। পরম করুণাময় আল্লাহর নৈকট্য ও দর্শন লাভের পরিবর্তে তারা লাভ করেছে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি। সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

২৩। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে, আর নিজেদের রবের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এরূপ লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতবাসী, তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে।

۲۳. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

২৪। উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির, এবং আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু' ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? তবুও কি তোমরা বুঝনা?

۲۴. مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

ঈমানদারদের জন্য উত্তম প্রতিদান

দুষ্ট ও হতভাগ্যদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা এখানে সৎ ও ভাগ্যবানদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে। সুতরাং তাদের অন্তরগুলিও মু'মিন হয়েছে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিও কথা ও কাজের দিক দিয়ে আনুগত্য বজায় রাখা ও নিকৃষ্ট কাজগুলিকে পরিহার করার মাধ্যমে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে। এরই মাধ্যমে তারা এমন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে উঁচু উঁচু প্রকোষ্ঠ, সারি সারি সাজানো আসনসমূহ, ঝুঁকে পড়া ফলসমূহ, সুসজ্জিত গালিচাসমূহ, উত্তম স্বভাব সম্পন্ন রূপসী নারী, বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু ফল, মনের চাহিদা মত আহার্য, সুপেয় পানীয় এবং সর্বোপরি যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাত। এসব নি'আমাতরাশি তারা চিরদিনের জন্য পেতে থাকবে। সেখানে তাদের মৃত্যু হবেনা, বার্ধক্য আসবেনা, রোগ হবেনা, পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন হবেনা, মুখে থুথু উঠবেনা এবং নাকে শ্লেষ্মাও দেখা দিবেনা। তাদের দেহ হতে যে ঘাম বের হবে তা হবে মিশ্ক আম্রের মত সুগন্ধময়।

ঈমানদার ও বেঈমানের তুলনামূলক আলোচনা

পূর্বে বর্ণিত হতভাগ্য কাফির এবং এখানে বর্ণিত আল্লাহভীর মু'মিনের দৃষ্টান্ত ঠিক এমন দুই ব্যক্তির মত, যাদের একজন অন্ধ ও বধির এবং অপরজন দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়। সুতরাং কাফির দুনিয়ায় সত্যকে দেখা হতে অন্ধ এবং আখিরাতেও সে কল্যাণের পথ দেখতে পাবেনা। দুনিয়ায় সে সত্যের দলীল প্রমাণাদি শ্রবণ করা থেকে বধির, উপকার দানকারী কথা তারা শুনেইনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন। (সূরা আনফাল, ৮ : ২৩) পক্ষান্তরে মু'মিন হয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, জ্ঞানী, আলিম ও বুদ্ধিমান। সে ভাল-মন্দ বুঝে এবং এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং সে ভাল ও সত্যকে গ্রহণ করে এবং মন্দ ও বাতিল পরিত্যাগ করে। সে দলীল প্রমাণাদি শ্রবণ করে এবং ভাল-মন্দ ও সন্দেহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং সে বাতিল থেকে বেঁচে থাকে এবং সত্যকে মেনে চলে। কাজেই ঐ ব্যক্তি ও এই ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এর পরেও তোমরা বিপরীতধর্মী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছনা। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ : ২০) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুস্ফুটান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রোদ, আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। তুমি শোনাতে সমর্থ হবেনা যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৯-২৪)

<p>২৫। আর আমি নূহকে তার কাওমের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি, (নূহ বললো) আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী,</p>	<p>۲۵. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ</p>
<p>২৬। তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করনা; আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক দিনের শাস্তির আশংকা করছি।</p>	<p>۲۶. أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ</p>
<p>২৭। অতঃপর তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব নেতৃস্থানীয় লোক কাফির ছিল তারা বলতে লাগল : আমরাতো তোমাকে আমাদেরই মত মানুষ দেখতে পাচ্ছি; আর আমরা দেখছি যে, শুধু ঐ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর, কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই; আর আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও আমরা দেখছিনা, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করছি।</p>	<p>۲۷. فَقَالَ أَلَمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَلَكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ</p>

নূহের (আঃ) কাওমের সাথে তাঁর বাদানুবাদ

আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন। ভূ-পৃষ্ঠে মুশরিকদেরকে মূর্তি পূজা হতে বিরত রাখার উদ্দেশে সর্বপ্রথম যাকে তাদের

কাছে রাসূল রূপে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনিই ছিলেন নূহ (আঃ)। তিনি তাঁর কাওমের কাছে এসে বলেন : **إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ** তোমরা যদি গাইরুল্লাহর ইবাদাত পরিত্যাগ না কর তাহলে আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর পতিত হবে। তোমরা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে থাক। যদি তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ কর তাহলে আমি তোমাদের উপর কিয়ামাতের দিনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আশঙ্কা করছি। তাঁর এ কথার উত্তরে তাঁর কাওমের নেতৃস্থানীয় কাফিরেরা তাঁকে বলল :

لَمَّا نَلْنَا مَثَلَهُ হে নূহ! তুমি কোন মালাক/ফেরেশতা নও। তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ। সুতরাং এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমাদের সবাইকে বাদ দিয়ে তোমার মত একজন লোকের কাছে আল্লাহর অহী আসবে?

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِي الرَّأْيِ আর আমরাতো স্বচক্ষে দেখছি যে, ইতর শ্রেণীর লোকেরাই শুধু তোমার দলে যোগ দিচ্ছে। কোন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোক তোমার দলভুক্ত নয়। যারা তোমার দলে যোগ দিচ্ছে তারা কিছু না বুঝেই তোমার মাজলিসে উঠা-বসা করছে এবং তোমার কথায় 'হ্যাঁ' বলে যাচ্ছে। তা ছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই নতুন ধর্ম তোমাদের কোন উপকারেই আসছেনা। না এর ফলে তোমাদের আর্থিক কোন উন্নতি হচ্ছে, আর না চরিত্র ও সৃষ্টির দিক দিয়ে তোমরা আমাদের ওপর কোন মর্যাদা লাভ করছ।

وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ বরং আমাদের ধারণায় তোমরা সব মিথ্যাবাদী, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছ যে, ভাল কাজ করলে এবং আল্লাহর ইবাদাতে লেগে থাকলে পরকালে উত্তম বিনিময় লাভ করা যাবে, আমাদের ধারণায় এ সব কিছুই মিথ্যা। নূহের (আঃ) উপর কাফিরদের এটাই ছিল বক্তব্যের মূল কথা। কিন্তু এটা তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। যদি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই হক ও সত্যকে কবুল করে নেয় তাহলে কি সত্যের মর্যাদা কমে যাবে? সত্য সত্যই থাকবে, তা গ্রহণকারী বড় লোকই হোক অথবা ছোট লোকই হোক। বরং সত্য কথা এটাই যে, সত্যের অনুসরণকারীরাই হচ্ছে ভদ্র লোক, হোক না তারা দরিদ্র ও মিসকীন। পক্ষান্তরে সত্য থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তারাই হচ্ছে ইতর ও অভদ্র, হোক না তারা সম্পদশালী ও শাসকগোষ্ঠী। সত্য ঘটনা এটাই যে, প্রথমে দরিদ্র ও মিসকীন লোকেরাই সত্যের

ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আর সম্পদশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা এর বিরোধিতা করে। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পবিত্র কালামে বলেন :

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ

এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত : আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা শূরা, ৪৩ : ২৩)

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন : ‘নাবুওয়াতের দাবিদার লোকটির অনুসরণ করছে সম্ভ্রান্ত লোকেরা, নাকি দরিদ্র ও দুর্বল লোকেরা?’ উত্তরে তিনি বলেন যে, দুর্বল ও দরিদ্র্য লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেন যে, রাসূলদের অনুসারী এরূপ লোকেরাই হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ১/৪২)

সত্যকে তাড়াতাড়ি কবুল করলে কোন দোষ নেই। সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়ার পর তা গ্রহণ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনই বা কি? বরং প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাজ এটাই হওয়া উচিত যে, সে সর্বাত্মে ও তাড়াতাড়ি হককে কবুল করে নিবে। এ ব্যাপারে বিলম্ব করা মূর্থতা ও নির্বুদ্ধিতাই বটে। আল্লাহ তা‘আলার প্রত্যেক নাবীই খুবই স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিলেন।

وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও আমরা দেখছি না। অর্থাৎ নূহের (আঃ) কাওমের তাঁর উপর তৃতীয় আপত্তি এই ছিল যে, তারা তাঁর মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছেনা। এটাও তাদের অন্ধত্বের কারণেই ছিল। তারা সত্যের অবলোকন হতে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধ। সুতরাং তারা সত্যকে দেখতেও পাচ্ছিলনা এবং শুনতেও পাচ্ছিলনা। বরং তারা অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরছিল। তারা হচ্ছে অপবাদদানকারী, মিথ্যাবাদী এবং ইতর লোক। পরকালে তারাই হবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৮। সে বলল : হে আমার কাওম! আচ্ছা বলতো, আমি যদি স্বীয় রবের পক্ষ হতে

۲۸. قَالَ يَبْقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত হয়ে) থাকি এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে রাহমাত (নারুওয়াত) দান করেন, অতঃপর ওটা তোমাদের বোধগম্য না হয়, তাহলে কি ঐ বিষয়ে তোমাদের বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা ওটা অবজ্ঞা করতে থাক?

كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي
وَأَتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ
فَعَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْزِلَ مَكُوهَا
وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ

২৯। আর হে আমার কাওম! আমি এতে তোমাদের কাছে কোন ধন সম্পদ চাচ্ছি না; আমার বিনিময়তো শুধু আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে, আর আমি এই মু'মিনদেরকে বের করে দিতে পারি না; নিশ্চয়ই তারা নিজেদের রবের সমীপে গমনকারী, পরন্তু আমি তোমাদেরকে নির্বোধ কাওম রূপে দেখছি।

٢٩. وَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى
اللَّهِ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ
ءَامَنُوا ۚ إِنَّهُمْ مُّلَقُوا رَبِّهِمْ
وَلَيْكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

৩০। হে আমার কাওম! আমি যদি তাদেরকে বের করেই দিই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও হতে কে আমাকে রক্ষা করবে? তোমরা কি এতটুকু বুঝনা?

٣٠. وَيَقَوْمٍ مَّن يَنْصُرُنِي مِنَ
اللَّهِ ۚ إِن طَرَدْتُهُمْ ۚ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ

নূহের (আঃ) প্রতিক্রিয়া

নূহ (আঃ) তাঁর কাওমের আপত্তির জবাবে তাদেরকে যে কথা বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে ওরই খবর দিচ্ছেন। তিনি তাঁর কাওমকে বললেন :
 ۞ **أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي**
 ও সুস্পষ্ট জিনিস আমার কাছে আমার রবের পক্ষ হতে এসেই গেছে। এটা আমার উপর আমার রবের একটি বড় নি'আমাত। **فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمُ الْأَنْزَارُ مَكْمُوهًا**
 কিন্তু এটা যদি তোমাদের বোধগম্য না হয় এবং তোমরা যদি এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না কর তাহলে কি আমি তোমাদের মেনে চলার জন্য বাধ্য করতে পারি?
 নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে আরও বললেন :

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا
 দিচ্ছি, অর্থাৎ তোমাদের যে মঙ্গল কামনা করছি, এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছি না। আমার এ কাজের বিনিময় আল্লাহ তা'আলার যিম্মায় রয়েছে। তোমাদের কথামত আমি যে দরিদ্র মু'মিনদেরকে আমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিব এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এ কথাই বলা হয়েছিল। এর উত্তরে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

আর যে সব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদাত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবে না। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

**وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مِن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ**

এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে : এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন? (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৩)

৩১। আর আমি তোমাদেরকে
 এ কথা বলছিলাম যে, আমার

৩১. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي

নিকট আল্লাহর সকল ভাভার রয়েছে। এবং আমি অদৃশ্যের কথা জানিনা, আর আমি এটাও বলিনা যে, আমি মালাক। আর যারা তোমাদের চোখে হীন, আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলতে পারিনা যে, আল্লাহ কখনও তাদেরকে কোন নি'আমাত দান করবেননা; তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ উত্তম রূপে জানেন, আমি এরূপ বললে অন্যায়ই করে ফেলব।

خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ
لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ
يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذَا لَمَنْ
الظَّالِمِينَ

নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল। তিনি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাদের সকলকে তাঁর ইবাদাত ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করছেন। এর দ্বারা তাদের নিকট থেকে ধন-সম্পদ লাভ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ছোট-বড় সবারই জন্য তাঁর উপদেশ সাধারণ। যে এটা কবুল করবে সে মুক্তি পাবে। আল্লাহর ধন ভাভারকে হেরফের করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি অদৃশ্যের খবরও জানেননা। তবে আল্লাহ যা জানিয়ে দেন তা জানতে পারেন। তিনি মালাক/ফেরেশতা হওয়ারও দাবি করছেননা। বরং তিনি একজন মানুষ মাত্র। আল্লাহ তাঁকে রাসূল করে তাদের নিকট পাঠিয়েছেন এবং তাঁর রিসালাতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি তাঁকে কতগুলি মু'জিয়াও দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, যাদেরকে তোমরা ইতর ও অবহেলিত বলছ তাদের ব্যাপারে আমি এ উক্তি করতে পারিনা যে, তাদেরকে তাদের সৎ কাজের বিনিময় প্রদান করা হবেনা। তাদের ভিতরের খবরও আমি জানিনা। তাদের অন্তরের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। বাইরের মত ভিতরেও যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে। যারা তাদের পরিণাম খারাপ বলবে তারা হবে বড় অত্যাচারী এবং তাদের এই উক্তি হবে অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তি।

৩২। তারা বলল : হে নূহ!
তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক

۳۲. قَالُوا يَنْتُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا

<p>৩৩। সে বলল : ওটাতো আল্লাহ তোমাদের সামনে আনয়ন করবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন এবং তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবেনা।</p>	<p>৩৩. قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُم بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ</p>
<p>৩৪। আর আমার মঙ্গল কামনা (নাসীহাত) করা তোমাদের কাজে (উপকারে) আসতে পারেনা, তা আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাইনা কেন, যদি আল্লাহরই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়। তিনিই তোমাদের রাব্ব, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।</p>	<p>৩৪. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۖ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ</p>

**নূহের (আঃ) কাওম তাঁকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে এবং
এ ব্যাপারে আল্লাহর সাড়া দেয়া**

নূহের (আঃ) কাওম যে তাদের উপর আল্লাহর আযাব, গযব ও ক্রোধ অতি সত্বর পতিত হোক এটা কামনা করছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে ওরই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা তাঁকে বলল : قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا হে নূহ! তুমি আমাদেরকে অনেক কিছু শোনাতে এবং অনেক

তৰ্ক-বিতৰ্কও করলে। এখন আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা তোমার অনুসরণ করবনা এবং তোমার কথাও মানবনা। সুতরাং তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তাহলে তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর শাস্তি আমাদের উপর আনয়ন কর। তিনি তাদের এ কথার উত্তরে বললেন :

إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ এটাও আমার অধিকারে নেই, বরং এটা আল্লাহরই হাতে। তবে জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারবেনা।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ তাহলে আমার উপদেশ তোমাদের কোনই কাজে আসবেনা। সবাইই মালিক একমাত্র আল্লাহ। সমস্ত কাজের পূর্ণতা দানের ক্ষমতা তাঁরই। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপক। তিনিই হচ্ছেন শাসনকর্তা এবং ন্যায় বিচারক। তিনি অত্যাচার করেননা। তিনিই প্রথমে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছু তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। দুনিয়া ও আখিরাতের একক মালিক তিনিই। সমস্ত মাখলুক তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৩৫। তাহলে কি তারা (মাক্কার কাফিরেরা) বলে, সে (মুহাম্মাদ) এটা (কুরআন) নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও : যদি আমি তা নিজে রচনা করে থাকি তাহলে আমার এই অপরাধ আমার উপর বর্তাবে, আর তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

۳۵. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى
إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا
تَجْرُمُونَ

নাবীগণের সত্যবাদিতা যাচাই করার পদ্ধতি

এই ঘটনার মধ্যভাগে এই নতুন বাক্যটিকে এই ঘটনারই গুরুত্ব ও দৃঢ়তার উদ্দেশে আনা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলেন : **فُلٌ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّْ إِجْرَامِي** হে মুহাম্মদ! এই কাফিরেরা তোমার উপর এই অপবাদ দিচ্ছে যে, তুমি নিজেই এই কুরআন রচনা করেছ। তুমি তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় তাহলে এই অপরাধ আমার উপরই বর্তাবে। আল্লাহ তা‘আলার শাস্তি সম্পর্কে আমার পূর্ণ অবগতি রয়েছে। কাজেই আমি তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করব এটা কি করে সম্ভব? তবে হ্যাঁ, **وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ**, তোমরা যে এই অমূলক ও ভিত্তিহীন দাবি করছ, তোমাদের এই অপরাধের যিস্মাদার তোমরা নিজেরাই। আমি তোমাদের এই অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত।

৩৬। আর নূহের প্রতি অহী প্রেরিত হল : যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কাওম হতে আর কেহই ঈমান আনবেনা, অতএব যা তারা করেছে তাতে তুমি মোটেই দুঃখ করনা।

৩৬. **وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ**

৩৭। আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর, আর আমার কাছে যালিমদের (কাফিরদের) সম্পর্কে কোন কথা বলনা, তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে।

৩৭. **وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخْطُبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ**

৩৮। সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল, আর যখনই তার কাওমের প্রধানদের কোন দল উহার নিকট দিয়ে গমন করত তখনই তার সাথে উপহাস করত। সে বলত :

৩৮. **وَيَصْنَعُ الْفُلَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ**

যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস
কর তাহলে আমরাও (একদিন)
তোমাদেরকে উপহাস করব,
যেমন তোমরা আমাদেরকে
উপহাস করছ।

قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ
تَسَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ
مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

৩৯। সুতরাং সত্বরই তোমরা
জানতে পারবে যে, কোন ব্যক্তির
উপর এমন আযাব আসার
উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঞ্ছিত
করবে এবং তার উপর চিরস্থায়ী
আযাব নাথিল হবে।

۳۹. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ
يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

নূহের (আঃ) প্রতি অহী প্রেরণ এবং শান্তি মুকাবিলা করার জন্য প্রস্ততির আদেশ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন নূহের (আঃ) কাওম তাদের উপর
আল্লাহর শান্তি আনয়নের জন্য তাড়াহুড়া শুরু করল তখন আল্লাহ তা'আলা
তাদের উপর বদ দু'আ করতে নূহের (আঃ) কাছে অহী করলেন। তাই নূহ
(আঃ) বললেন :

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি
দিওনা। (সূরা নূহ, ৭১ : ২৬)

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ

তখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল : আমি তো অসহায়; অতএব
তুমি আমার প্রতিবিধান কর। (সূরা কামার, ৫৪ : ১০) তখন আল্লাহ তা'আলা
নূহের (আঃ) কাছে অহী পাঠালেন : إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ :
যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কাওম হতে আর কেহই ঈমান আনবেনা,
অতএব তারা যা করছে তাতে মোটেই দুঃখ করনা।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর। এবং আমার কাছে এই যালিমদের সম্পর্কে কোন কথা বলনা, তাদের সকলকেই ডুবিয়ে মারা হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নৌকাটি সেগুন কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। ওর দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত এবং প্রস্থ ছিল পঞ্চাশ হাত। ভিতর ও বাইরে আলকাতরা মাখানো হয়েছিল। নৌকাটি যাতে পানির বুক চিরে চলতে পারে তাতে সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

নৌকাটির ভিতরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত। তাতে তিনটি তলা ছিল। প্রত্যেকটি তলা ছিল দশ হাত করে উঁচু। নীচের তলায় ছিল চতুষ্পদ জন্তু ও বন্য জানোয়ার। মধ্য তলায় মানুষ ছিল। আর উপরের তলায় ছিল পাখী। দরজা ছিল প্রশস্ত এবং উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল।

نُوحٌ (আঃ) وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرْءً عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ নৌকাটি নির্মাণ করতে লেগে গেলেন। সুতরাং কাফিরেরা তাঁকে উপহাস করার একটা সূত্র খুঁজে পেল। চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে তারা তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল। কেননা তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করত। আর তিনি যে তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন তা তারা মোটেই বিশ্বাস করেনি।

إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا إِن تَسْخَرُوا مِنَّا : এটুকুই বলেছিলেন : আজ তোমরা আমাকে উপহাস করছ, কিন্তু জেনে রেখ, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ তেমনই একদিন আমরাই তোমাদেরকে উপহাস করব। سُوْتَرَاং তোমরা সত্বরই জানতে পারবে যে, কোন্ ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর অপমানজনক শাস্তি প্রাপ্ত হয় এবং কার উপর চিরস্থায়ী শাস্তি এসে পড়ে, যা কখনও দূর হবার নয়।

৪০। অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌঁছল এবং যমীন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল, আমি বললাম : প্রত্যেক শ্রেণীর

٤٠. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا

প্রাণী হতে একটি নর এবং একটি
মাদী অর্থাৎ দু' দুটি করে তাতে
(নৌকায়) উঠিয়ে নাও এবং নিজ
পরিবারবর্গকেও, তাদের ছাড়া
যাদের সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে
গেছে, এবং অন্যান্য মু'মিন-
দেরকেও। আর অল্প কয়েকজন
ছাড়া কেহই তাঁর সাথে ঈমান
আনেনি।

مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ آتَيْنِ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ
الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا
ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

প্রাবনের শুরুতে নূহ (আঃ) সব প্রাণীর এক একটি জোড়া নৌকায় তুলে নেন

আল্লাহ তা'আলা নূহের (রাঃ) সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন সেই ওয়াদা
অনুযায়ী আকাশ থেকে অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হতে শুরু করে এবং যমীনের
মধ্য থেকেও পানি উথলে উঠে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন :

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَبَّرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ
عَلَى أَمْرٍ قَدَرٍ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْلُوحِ وَدُسِّرَ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ
كَانَ كُفِرَ

ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার, প্রবল বারি বর্ষনে এবং মাটি
হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা
অনুসারে। তখন নূহকে আরোহণ করলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে,
যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত
হয়েছিল। (সূরা কামার, ৫৪ : ১১-১৪)

যমীন হতে পানি উথলে উঠা সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে
যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে যমীন হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এমনকি চুল্লী হতেও পানি
উথলে উঠে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জামহুরেরও উক্তি এটাই। আল্লাহ সুবহানাহ্
ওয়া তা'আলার উক্তি :

لُ الْقَوْلُ عَلَيْهِ هُ نُه! تُمِ نُهكَاُ تُؤمَار
 পরিবারবর্গকে উঠিয়ে নাও। তারা হচ্ছে তাঁর পরিবারের লোক ও তাঁর আত্মীয়
 স্বজন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে নৌকায় উঠানো
 চলবেনা। ইয়াম নামক তাঁর এক পুত্রও ঐ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং
 সেও পৃথক হয়ে যায়। তাঁর স্ত্রীও ছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত। সেও আল্লাহর রাসূলকে
 (অর্থাৎ তার স্বামী নূহকে (আঃ) অস্বীকার করেছিল।

هُنْ هُ! তুমার কাওমের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও
 তুমার সাথে নৌকায় উঠিয়ে নাও। وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ কিন্তু এই মু'মিনদের
 সংখ্যা ছিল খুবই কম। সাড়ে নয় শ' বছর অবস্থানের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অতি
 অল্প সংখ্যক লোকই নূহের (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ)
 হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল মোট আশি জন লোক। তাদের মধ্যে স্ত্রী
 লোকও ছিল। (তাবারী ১৫/৩২৬)

৪১। আর সে বলল : তোমরা
 এতে আরোহণ কর, এর গতি
 ও এর স্থিতি আল্লাহরই নামে;
 নিশ্চয়ই আমার রাক্ব
 ক্ষমাশীল, দয়াবান।

٤١. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ
 اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَتْهَا إِنْ رَّبِّي
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

৪২। আর সেই নৌকাটি
 তাদেরকে নিয়ে পবর্ততুল্য
 তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল,
 আর নূহ স্বীয় পুত্রকে ডাকতে
 লাগল এবং সে ছিল ভিন্ন
 স্থানে; হে আমার পুত্র!
 আমাদের সাথে সাওয়ার হয়ে
 যাও এবং কাফিরদের সাথে
 থেকনা।

٤٢. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ
 كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ
 وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَى
 ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ
 الْكَافِرِينَ

৪৩। সে বলল : আমি এখনই কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। সে (নূহ) বলল : আজ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহই রক্ষাকারী নেই, কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করেন। ইতোমধ্যে তাদের উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল, অতঃপর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল।

٤٣. قَالَ سَعَاوَى إِلَىٰ جَبَلٍ يَّعَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ ۚ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

নৌকায় আরোহণ এবং উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে যাত্রা

আল্লাহ তা‘আলা নূহের (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, নূহ (আঃ) তাঁর সাথে যাদেরকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন তাদেরকে বললেন : ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ এসো, এই নৌকায় আরোহণ কর। জেনে রেখ যে, এর চলনগতি আল্লাহরই নামের বারাকাতে এবং অনুরূপভাবে এর শেষ স্থিতিও তাঁর পবিত্র নামের বারাকাতেই বটে। আবু রাজা উতারিদী (রহঃ) بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِيهَا (আল্লাহরই নামে যিনি এর চলন, গতি ও স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন) পাঠ করতেন। (তাবারী ১৫/৩২৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَقُلِ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে তখন বল : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহরই যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে। আর বল : হে আমার রাব্ব! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নিন যা হবে কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (সূরা মু‘মিনুন. ২৩ : ২৮-২৯) এ

জন্যই এটা মুসতাহাব যে, প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে, সেটা নৌকায় চড়াই হোক অথবা জন্তুর পিঠে আরোহণ করাই হোক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলছেন :

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ.
لِتَسْتَوْدَأَ عَلَىٰ ظُهُورِهِ۔

এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১২-১৩) এর প্রতি আগ্রহ উৎপাদনকারী রূপে হাদীসও এসেছে। ইনশাআল্লাহ এর পূর্ণ বর্ণনা সূরা যুখরুফে আসবে। আল্লাহর উপরই ভরসা করছি।

এরপর আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম **غَفُورٌ** ও **رَحِيمٌ** রয়েছে। কারণ এই যে, যেন কাফিরদের শাস্তির মুকাবিলায় মু'মিনদের উপর তাঁর ক্ষমা ও করুণার বিকাশ ঘটে। যেমন তাঁর উক্তি :

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব শাস্তি দানে ক্ষিপ্র হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৬৭) অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্ব শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৬) এই ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেখানে দয়া ও প্রতিশোধ গ্রহণের বর্ণনা মিলিতভাবে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি :

كَالْجِبَالِ فِي مَوْجٍ ۖ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ তুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল। এর ভাবার্থ এই যে, নৌকাটি নূহ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে পানির উপর চলতে লাগল যে পানি যমীনে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি উঁচু উঁচু পর্বতের চূড়া পর্যন্ত পানি উঠে গিয়েছিল। পাহাড়ের চূড়া ছেড়েও পনের হাত উপরে উঠেছিল। আবার এ উক্তিও আছে যে, পানির ঢেউ পর্বতের

চূড়া ছেড়ে আশি হাত উপরে উঠে গিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও নূহের (আঃ) নৌকা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুমে সঠিকভাবেই চলছিল। স্বয়ং আল্লাহ ছিলেন ওর রক্ষক এবং ওটা ছিল তাঁর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী। যেমন তিনি তাঁর কালামে বলেন :

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا
أُذُنٌ وَعَايَةٌ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কণ্ঠ ইহা সংরক্ষণ করে। (সূরা হাক্বাহ, ৬৯ : ১১-১২) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوْحِ وَدُسِّرَ. تَجْرَىٰ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفْرًا
وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ

তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? (সূরা কামার, ৫৪ : ১৩-১৫)

নূহের (আঃ) কাফির ছেলেকে ডুবিয়ে মারার ঘটনা

وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ ঐ সময় নূহ (আঃ) তাঁর ছেলেকে ডাক দেন। সে ছিল তাঁর চতুর্থ ছেলে। তাঁর নাম ছিল ইয়াম এবং সে ছিল কাফির। নূহ (আঃ) নৌকায় আরোহণ করার সময় তাকে ঈমান আনার এবং নৌকায় আরোহণের আহ্বান জানান, যাতে সে ডুবে যাওয়া এবং কাফিরদের শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।

قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَّغْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ কিন্তু সেই হতভাগ্য উত্তর দেয় : না আমার প্রয়োজন নেই। আমি পর্বতে আরোহণ করে এই প্লাবন থেকে বেঁচে যাব। তার ধারণা ছিল প্লাবন পর্বতের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা। সুতরাং সে যখন সেখানে পৌঁছে যাবে তখন পানি তার কি ক্ষতি করতে পারবে? ঐ সময় নূহ (আঃ) উত্তরে বলেছিলেন :

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ আজ আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। যার উপর তাঁর দয়া হবে, একমাত্র সেই রক্ষা পাবে।
وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ পিতা-পুত্রের মধ্যে এভাবে আলোচনা চলছে, এমন সময় এক तरঙ্গ এলো এবং নূহের (আঃ) ছেলেকে ডুবিয়ে দিল।

৪৪। আর আদেশ হল : হে যমীন! স্বীয় পানি শুষে নাও, এবং হে আসমান! থেমে যাও। তখন পানি কমে গেল ও ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল, আর নৌকা জুদী (পাহাড়) এর উপর এসে থামল। আর বলা হল, অন্যায়কারীরা আল্লাহর রাহমাত হতে দূরে।

۴۴. وَقِيلَ يَتَّارِضْ أَبْلَعِي مَاءَكِ
وَيَسْمَأُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ
وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى
الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ

প্রাবনের যেভাবে সমাপ্তি হল

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, নৌকার আরোহীরা ছাড়া যখন যমীনবাসীকে ডুবিয়ে দেন তখন তিনি যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ দেন যা ওর মধ্য হতে উথলে উঠেছিল এবং আসমানকেও তিনি বর্ষণ বন্ধ করার হুকুম করেন। ফলে পানি কমেতে শুরু করে এবং কাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ সমস্ত কাফির ধ্বংস হয়ে যায় এবং রক্ষা পায় শুধু নৌকার মু‘মিন আরোহীরা।

وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে নৌকাটি জুদী পাহাড়ের উপর গিয়ে থেমে যায়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, জুদী হচ্ছে জায়ীরায় অবস্থিত একটি পাহাড়। সমস্ত পাহাড়কে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল। শুধু এই পাহাড়টি নিজের বিনয় ও মিনতি প্রকাশের কারণে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এখানেই নৌকাটি নোঙ্গর করে। (তাবারী ১৫/৩৩৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, একমাস পর্যন্ত নৌকাটি এখানেই থাকে এবং সমস্ত লোক ওর উপর হতে অবতরণ করে। জনগণের উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসাবে নৌকাটি

এখানেই সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ অবস্থায় থাকে। (তাবারী ১৫/৩৩৮) এমনকি এই উম্মাতের পূর্বযুগীয় লোকেরাও এটাকে দেখেছিল। অথচ এরপরে কোটি কোটি ভাল ও শক্ত নৌকা তৈরি হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় এবং ভস্ম ও মাটিতে পরিণত হয়।

ইরশাদ হচ্ছে : وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ অন্যায়কারীরা আল্লাহর রাহমাত হতে দূরে। তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। কেহই রক্ষা পায়নি।

<p>৪৫। আর নূহ নিজ রাব্বকে ডাকল এবং বলল : হে আমার রাব্ব! আমার এই পুত্রটি আমার পরিবারবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও সম্পূর্ণ সত্য এবং আপনি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক।</p>	<p>٤٥. وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنِّي أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ</p>
<p>৪৬। তিনি (আল্লাহ) বললেন : হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ণ। অতএব তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করনা যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।</p>	<p>٤٦. قَالَ يٰنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي أَهْلَكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ</p>
<p>৪৭। সে বলল : হে আমার রাব্ব! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা</p>	<p>٤٧. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ</p>

হতে আশ্রয় চাচ্ছি যে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই, আর আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যাব।

أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ
عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي
أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ

নূহের (আঃ) ছেলের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কথোপকথন

এটা মনে রাখা দরকার যে, নূহের (আঃ) এই প্রার্থনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ডুবন্ত ছেলের সঠিক অবস্থা অবগত হওয়া। তিনি প্রার্থনায় বলেন : فَقَالَ হে আমার রাব্ব! এটাতো প্রকাশ্য ব্যাপার যে, আমার ছেলেটি আমার পরিবারভুক্ত। আর আমার পরিবারকে রক্ষা করার আপনি ওয়াদা করেছিলেন এবং এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, আপনার ওয়াদা মিথ্যা হবে। তাহলে আমার এই ছেলেটি কি করে এই কাফিরদের সাথে ডুবে গেল' উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ তোমার যে পরিবারকে রক্ষা করার আমার ওয়াদা ছিল তোমার এই ছেলেটি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। আমার এই ওয়াদা ছিল মু'মিনদেরকে নাজাত দেয়া। আমি বলেছিলাম :

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাদের ছাড়া যাদের সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে। (সূরা হুদ, ১১ : ৪০) তোমার এই ছেলে কুফরী করার কারণে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমি জানতাম যে, তারা কুফরী করবে এবং পানিতে ডুবে মারা যাবে। আবদুর রায়যাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : সে ছিল নূহের (আঃ) ছেলে। কিন্তু সে নূহের (আঃ) দা'ওয়াত কবুল করায় অস্বীকৃতি জানায় এবং বিরোধিতা করে। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, কেহ কেহ আয়াতটিকে عَمَلًا غَيْرَ صَالِحٍ এভাবে তিলাওয়াত করেছেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে (নূহের ছেলে) যে কাজ করেছিল তা সৎ আমল ছিলনা। (তাবারী ১৫/৩৪৩)

৪৮। বলা হল : হে নূহ! অবতরণ কর, আমার পক্ষ হতে সালাম ও বারাকাতসমূহ নিয়ে, যা তোমার উপর নাযিল করা হবে এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সাথে রয়েছে; আর অনেক দল এরূপও হবে যাদেরকে আমি কিছুকাল (দুনিয়ার) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করব, অতঃপর তাদের উপর পতিত হবে আমার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি।

٤٨. قِيلَ يٰنُوحُ اٰهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۚ
وَأَمِّمْ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ
مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيمٌ

শান্তি ও বারাকাতসহ অবতরণের নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, নৌকাটি যখন জুদী পর্বতের উপর থেমে গেল তখন নূহকে (আঃ) বলা হল : তোমার উপর ও তোমার সঙ্গীয় মু'মিনদের উপর এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যত মু'মিনের আবির্ভাব ঘটবে তাদের সবারই উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সাথে সাথে কাফিরদের সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হল যে, তারা পার্থিব জগতে সুখ ভোগ করবে বটে, কিন্তু (পরকালে) সত্ত্বরই তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করা হবে। (তাবারী ১৫/৩৫৩)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তুফান বন্ধ করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠে বায়ু পাঠিয়ে দিলেন, যা পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিল এবং ওর উথলে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। সাথে সাথে আকাশের দরজাও বন্ধ করে দেয়া হল যা তখন পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষণ করতেই ছিল। সুতরাং এরপর আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। وَقِيلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ ۚ যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হল। তখন থেকেই পানি কমতে শুরু করল।

আহলে তাওরাতের বিশ্বাস এই যে, সপ্তম মাসের ১৭ তারিখ নূহের (আঃ) নৌকাটি জুদী পাহাড়ের এসে লেগেছিল। দশম মাসের প্রথম তারিখ পাহাড়সমূহের চূড়া জেগে ওঠে। এর চল্লিশ দিন পর নূহ (আঃ) নৌকার ছাদে একটি ছোট জানালা খুলে দেন। তারপর নূহ (আঃ) পানির প্রকৃত অবস্থা জানার উদ্দেশে একটি দাঁড় কাক পাঠালেন। কিন্তু কাকটি ফিরে আসতে বিলম্ব করায়

তিনি একটি কবুতর প্রেরণ করেন। কবুতরটি ফিরে আসে। তিনি ওর অবস্থা দৃষ্টে বুঝতে পারেন যে, সে পা রাখার জায়গা পায়নি। তিনি কবুতরটিকে হাতে করে ভিতরে নিয়ে আসেন। সাত দিন পর পুনরায় তিনি কবুতরটিকে পাঠিয়ে দেন। সন্ধ্যার সময় সে ঠোঁটে করে যাইতুনের পাতা নিয়ে ফিরে আসে। এতে আল্লাহর নাবী জানতে পারেন যে, পানি যমীনের সামান্য কিছু উপরে রয়েছে। এর সাত দিন পর পুনরায় তিনি কবুতরটিকে প্রেরণ করেন। এবার কিন্তু কবুতরটি ফিরে এলোনা। এতে তিনি বুঝে নেন যে, যমীন সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে। মোট কথা, সুদীর্ঘ এক বছর পর নূহ (আঃ) নৌকাটির ছাদ খুলে ফেলেন এবং সাথে সাথে তাঁর কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসে, হে নূহ! আমার পক্ষ হতে অবতরিত শান্তির সাথে এখন নেমে পড়। উহা ছিল বন্যার দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসের ছাব্বিশ তম দিন। (তাবারী ১৫/৩৩৮) স্মরণ রাখা দরকার যে, এ সমস্ত বর্ণনাই তাওরাত এবং বাইবেল থেকে বলা হয়েছে, যে বর্ণনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া যায়না।

৪৯। এটা হচ্ছে গাইবি
সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা
আমি তোমার কাছে অহী
মারফত পৌঁছে দিচ্ছি।
ইতোপূর্বে এটা না তুমি জানতে,
আর না তোমার কাওম।
অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর;
নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের
জন্যই।

٤٩. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ
نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ
تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ
قَبْلِ هَذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَقِيبَةَ
لِلْمُتَّقِينَ

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে,
আল্লাহ তাঁর নাবীগণের প্রতি অহী করেন

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে সম্বোধন করে বলছেন : مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا
হে নাবী! নূহের এই ঘটনা এবং এ ধরনের

অতীতের ঘটনাবলী যেগুলি তুমি জানতেনা এবং তোমার কাওমও জানতেনা। কিন্তু অহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে এগুলি জানিয়ে থাকি। আর তুমি জনগণের সামনে এগুলির সত্যতা এমনভাবে প্রকাশ করে থাক যে, যেন তুমি এই ঘটনাবলী সংঘটিত হবার সময় সেখানেই বিদ্যমান ছিলে। অথচ এর পূর্বে না তুমি স্বয়ং এর কোন খবর রাখতে, আর না তোমার কাওম। এটা হলে মানুষ ধারণা করতে যে, তুমি এগুলি কারও নিকট থেকে জেনে নিয়েছ। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা তুমি একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত অহীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছ। আর এই অহী ঠিক এভাবেই এসেছে, যেভাবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমার কাওম যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এর উপর তোমাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সত্বরই আমি তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে সাহায্য করব এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী করব, যেমন আমি তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে তাদের শত্রুদের উপর বিজয় দান করেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫১) মহান আল্লাহ আরও বলেন :

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা জয়ী হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৭১-১৭২) তাই এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (হে নাবী!) তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিঃসন্দেহে শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।

৫০। আর 'আদ (সম্প্রদায়) এর প্রতি তাদের ভাই হুদকে (রাসূল রূপে) প্রেরণ করলাম। সে বলল : হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া কেহ তোমাদের মা'বুদ নেই;

۵۰. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا

তোমরা শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।

لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنَّ
أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ

৫১। হে আমার কাওম! আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনা; আমার বিনিময় শুধু তাঁরই জিম্মায় রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বুঝনা?

৫১. يَنْقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا ۖ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى
الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

৫২। আর হে আমার কাওম! তোমরা (তোমাদের পাপের জন্য) তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি নিবিষ্ট হও। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরও শক্তি প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দিবেন, আর তোমরা পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিওনা।

৫২. وَيَنْقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيَزِدَّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ
وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ

হুদ (আঃ) এবং আ'দ জাতির ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা হুদকে (আঃ) তাঁর কাওমের কাছে রাসূল রূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর কাওমকে তাওহীদের দা'ওয়াত দেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করতে নিষেধ করেন। তিনি তাদেরকে বলেন : যাদের তোমরা পূজা করছ তাদেরকে তোমরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছ। এমনকি তাদের নাম ও অস্তিত্ব তোমাদের বাজে কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি তাদেরকে আরও বলেন :

لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا আমি যে তোমাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছি এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছি না। এর প্রতিদান স্বয়ং আমার রাব্ব আমাকে দান করবেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি এই সহজ কথাটুকুও বুঝতে পারছনা যে, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ বাতলে দিচ্ছেন, এর বিনিময়ে তিনি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছেন না? তোমরা তোমাদের অতীতের পাপের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক এবং আগামীতে পাপের কাজ থেকে বিরত থাক। এ দু'টি যার মধ্যে থাকবে তার জীবিকার পথ আল্লাহ সহজ করে দিবেন এবং তার কাজও সহজ হয়ে যাবে। আর সর্বক্ষণ তিনি তার হিফাযাত করবেন।

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا জেনে রেখ যে, তোমরা যদি আমার উপদেশ মত কাজ কর তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যে বৃষ্টি হবে তোমাদের জন্য খুবই উপকারী। আর তোমাদের শক্তিকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনাকে নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা দূর করে দেন, সক্ষীর্ণতা থেকে প্রশস্ততা দান করেন এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিয়ক দান করেন যা সে কল্পনাও করেনা।

৫৩। তারা বলল : হে হুদ! তুমিতো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই।

৫৩. قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

৫৪। আমাদের কথা এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে

৫৪. إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضَكَ

দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। সে বলল : আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, তোমরা ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ -

بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّهِۦ قَالَ اِنِّیۡٓ اُشْهِدُ ٱللَّهَ وَاَشْهَدُوْاۤ اَنِّیۡۤ اَبْرِیۡءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

৫৫। তাঁর (আল্লাহর) সাথে। অনন্তর তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা।

۵۵. مِنْ دُوْنِهٖۚ فَكَيِّدُوْنِیۡ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنَ

৫৬। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে অবস্থিত।

۵۶. اِنِّیۡ تَوَكَّلْتُ عَلٰی ٱللَّهِ رَبِّیۡ وَرَبِّكُمْۚ مَا مِنْ دَابَّةٍۭ اِلَّا هُوَ ؕ اَخِذْۢ بِنَاصِیَتِهَاۙ اِنَّ رَبِّیۡ عَلٰی صِرَاطٍۭ مُّسْتَقِیْمٍ

হুদ (আঃ) এবং আ'দ সম্প্রদায়ের সাথে কথোপকথন

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হুদের (আঃ) কাওম তাঁর উপদেশ শুনে তাঁকে বলল : جٰئَنَا بِبَیِّنَةٍ হে হুদ! তুমি যে দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছ তারতো কোন দলীল-প্রমাণ আমাদের সামনে পেশ করছনা। وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِیۡ আর আমরা এটা করতে পারিনা যে, তোমার কথায় আমাদের মা'বুদগুলির উপাসনা পরিত্যাগ করব। আমরা এগুলি ছাড়বনা এবং তোমাকে

সত্যবাদী মেনে নিয়ে তোমার উপর ঈমানও আনবনা । **إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ** বরং আমাদের ধারণা এই যে, যেহেতু তুমি আমাদেরকে আমাদের মা'বুদগুলোর উপাসনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছ এবং তাদের প্রতি দোষারোপ করছ, সেই হেতু তারা তোমার এই জ্বালাতন সহ্য করতে পারেনি । তাই তাদের কারও অভিশাপের ফল তোমার উপর পতিত হয়েছে । ফলে তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে । তাদের এই কথা শুনে আল্লাহর নাবী হুদ (আঃ) তাদেরকে বললেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَسْمَعُونَ যদি **مِنْ دُونِهِ ۚ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ** তাই হয় তাহলে জেনে রেখ যে, আমি শুধু তোমাদেরকেই নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকেও সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া যেসব মা'বুদের ইবাদাত করা হচ্ছে আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ।

এখন শুধু তোমরা নও, বরং তোমাদের এই সব মিথ্যা ও বাজে মা'বুদকেও ডেকে নাও এবং তোমরা সবাই মিলে যত পার আমার ক্ষতি সাধন কর । আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা এবং আমার প্রতি কোন সমবেদনাও প্রকাশ করনা ।

فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ আমার ক্ষতি সাধন করার তোমাদের যত ক্ষমতা থাকে তা প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করনা । **إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ** আমার ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর । যিনি আমার ও তোমাদের সকলেরই মালিক । তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমার ক্ষতি করার কারও সাধ্য নেই । এমন কেহ নেই যে, তাঁর হুকুম অমান্য করে তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে । তিনি ন্যায় বিচারক । তিনি কখনও অত্যাচার করেননা । তিনি সরল-সঠিক পথে রয়েছেন ।

হুদের (আঃ) এই কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করা যাক । তিনি 'আদ সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর এই উক্তি'র মধ্যে আল্লাহর একাত্মবাদের বহু দলীল বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন : আল্লাহ ছাড়া কেহ যখন লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়, তিনি ছাড়া কারও কোন জিনিসের উপর যখন কোন অধিকার নেই, তখন একমাত্র তিনিই যে ইবাদাতের যোগ্য এটা প্রমাণিত হয়ে গেল । আর তোমরা তাঁকে ছাড়া যে সব

মা'বুদের ইবাদাত করছ তারা কারও কথা শুনতে পায়না, কেহকে সাহায্যও করতে পারেনা। সুতরাং সেই সবগুলি বাতিল বলে সাব্যস্ত হল। আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আধিপত্য, ব্যবস্থাপনা, অধিকার এবং ইখতিয়ার একমাত্র তাঁরই। সবাই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

৫৭। অতঃপর যদি তোমরা ফিরে যাও তাহলে আমাকে যে বার্তা দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আমি ওটা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি; আর আমার রাব্ব ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের পরিবর্তে অন্য লোকদেরকে আবাদ করবেন এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবেনা। নিশ্চয়ই আমার রাব্ব প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

৫৭. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ^৮ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا^৯ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ

৫৮। আর যখন আমার (শাস্তির) হুকুম এসে পৌঁছল তখন আমি হুদকে এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর তাদেরকে বাঁচালাম অতি কঠিন শাস্তি হতে।

৫৮. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لُجَيْنًا هُودًا^{১০} وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

৫৯। আর তারা ছিল 'আদ সম্প্রদায়. যারা নিজের রবের নিদর্শনগুলিকে অস্বীকার করল এবং রাসুলদেরকে অমান্য

৫৯. وَتِلْكَ ءَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ^{১১}

করল, পক্ষান্তরে তারা প্রত্যেক উদ্ধৃত স্মারচাচারী নির্দেশ অনুসরণ করত।	وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
৬০। আর এই দুনিয়ায়ও অভিসম্পাত তাদের সঙ্গে রইল এবং কিয়ামাত দিবসেও; ভাল রূপে জেনে রেখ! ‘আদ নিজ রবের সাথে কুফরী করল; আরও জেনে রেখ! দূরে পড়ে রইল ‘আদ, রাহমাত হতে, যারা হুদের কাওম ছিল।	<p>٦٠. وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ</p>

হুদ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলতে লাগলেন : ‘আমার কাজ আমি পূর্ণ করেছি। আল্লাহর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন তোমরা যদি তা না মেনে চল তাহলে এর শাস্তি তোমাদের উপর পতিত হবে, আমার উপর নয়।

وَيَسْتَخْلَفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ আল্লাহ তা‘আলার এই ক্ষমতা রয়েছে যে, তোমাদের স্থলে তিনি এমন জাতিকে আনবেন যারা তাঁর তাওহীদকে স্বীকার করবে এবং তাঁরই ইবাদাত করবে। তিনি তোমাদেরকে মোটেই পরওয়া করেননা। তোমাদের কুফরী তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। বরং এর শাস্তি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ আমার রাব্ব স্বীয় বান্দাদেরকে দেখতে রয়েছেন। তাদের কথা ও কাজ তাঁর দৃষ্টির সামনেই রয়েছে।

আ‘দ জাতির ধ্বংস এবং মুসলিমদের মুক্তি লাভ

শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসেই গেল। কল্যাণ ও বারাকাত হতে শূন্য এবং শাস্তিতে পরিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড় তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। ঐ সময় হুদ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মু‘মিনরা আল্লাহ তা‘আলার দয়া ও অনুগ্রহের ফলে এই শাস্তি থেকে রক্ষা পেলেন। কঠিন শাস্তি তাদের উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হল। এরাই ছিল ‘আদ সম্প্রদায় যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল এবং তাঁর

নাবীকে মেনে চলেনি। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কোন একজন নাবীকে অমান্যকারী হচ্ছে সমস্ত নাবীকেই অমান্যকারী। ‘আদ সম্প্রদায় ঐ লোকদেরকেই মেনে চলত যারা ছিল তাদের মধ্যে একগুঁয়ে ও উদ্ধত। এদের উপর আল্লাহ ও তাঁর মু’মিন বান্দাদের লা’নত বর্ষিত হল। এই দুনিয়ায়ও তাদের আলোচনা হতে থাকল লা’নতের সাথে এবং কিয়ামাতের দিনও হাশরের মাঠে সকলের সামনে তাদের উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হবে।

সেই দিন ঘোষণা করা হবে যে, وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ‘আদ সম্প্রদায় হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকারকারী।

সুন্দীর (রহঃ) উক্তি এই যে, এই ‘আদ সম্প্রদায়ের পরে দুনিয়ার বুকে যত নাবীর আগমন ঘটে সবাই তাদের উপর লা’নত বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁদের ভাষায় আল্লাহ তা‘আলার লা’নতও তাদের উপর বর্ষিত হতে থাকে।

৬১। আর আমি ছামুদ (সম্প্রদায়) এর নিকট তাদের ভাই সালিহকে নাবী রূপে প্রেরণ করলাম। সে বলল : হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া কেহ তোমাদের মা’বুদ নেই, তিনি তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর মনোনিবেশ কর তাঁরই দিকে; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব নিকটে রয়েছেন এবং তিনি আবেদন গ্রহণকারী।

٦١. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদের ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি সালিহকে (আঃ) ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট নাবী রূপে প্রেরণ করেছিলেন। তাবুক এবং মাদীনার মধ্যবর্তী এক পাহাড়ী এলাকায় বড় বড় ইমারাত নির্মাণ করে তারা বসবাস করত। তিনি স্বীয় কাওমকে আল্লাহর ইবাদাত করার এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য মা‘বুদগুলির ইবাদাত পরিত্যাগ করার উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে বলেন :

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ আল্লাহ তা‘আলা মানুষের প্রথম সৃষ্টি মাটি দ্বারা শুরু করেছিলেন। তোমাদের সবারই পিতা আদমকে (আঃ) এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলাই তোমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে ভূ-পৃষ্ঠে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন। ফলে তোমরা আজ এখানে কালতিপাত করছ। ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ

﴿تُوبُوا﴾ তোমাদের পাপের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আর তাঁরই পানে মনোনিবেশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। তিনি খুবই নিকটে রয়েছেন এবং তিনি প্রার্থনা কবুলকারী। যেমন তিনি বলেন :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

এবং যখন আমার সেবকব্দ (বান্দা) আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও : নিশ্চয়ই আমি সন্নিহিতবর্তী। কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৬)

৬২। তারা বলল : হে সালিহ! তুমিতো ইতোপূর্বে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসা স্থল ছিলে। তুমি কি আমাদেরকে ঐ বস্তুর ইবাদাত করতে নিষেধ করছ যাদের ইবাদাত আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা করে এসেছে? আর যে ধর্মের দিকে তুমি আমাদের

۶۲. قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ
فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا
أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ
ءَابَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا

ডাকছ, বস্তুতঃ আমরা তৎসম্মুখে
গভীর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি,
যা আমাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে
ফেলে রেখেছে।

تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

৬৩। সে বলল : হে আমার
কাওম! আচ্ছা বলতো, আমি
যদি নিজ রবের পক্ষ হতে
প্রমাণের উপর থাকি (এবং)
তিনি আমার প্রতি নিজের
রাহমাত (নারুওয়াত) দান করে
থাকেন, আমি যদি আল্লাহর
কথা না মানি তাহলে আমাকে
আল্লাহ (শাস্তি) হতে কে রক্ষা
করবে? তাহলেতো তোমরা শুধু
আমার ক্ষতিই করছ।

٦٣. قَالَ يَلْقَوْمٍ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي
وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ
يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ
فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ

সালিহ (আঃ) এবং ছামুদ সম্প্রদায়ের সাথে কথোপকথন

সালিহ (আঃ) ও তাঁর কাওমের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছিল আল্লাহ তা'আলা
এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা সালিহকে (আঃ) বলল : قَدْ كُنْتَ فِينَا
এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা সালিহকে (আঃ) বলল : এসব কথা তুমি মুখে আনবেনা। এর পূর্বে আমরা তোমার
কাছে অনেক কিছু আশা করছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সবই গুড়ে বালি। أَتَنْهَانَا
তুমি আমাদেরকে আমাদের পিতৃ পুরুষদের রীতিনীতি
ও পূজা-পার্বণ থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছ। وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا
কিন্তু তুমি আমাদেরকে যে নতুন পথ দেখাচ্ছ তাতে আমাদের বড়
রকমের সন্দেহ রয়েছে। তাদের এ কথা শুনে সালিহ (আঃ) তাদেরকে বললেন :

يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي

হে আমার কাওম! জেনে রেখ যে, আমি মযবূত দলীলের উপর রয়েছি। আমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন রয়েছে। আমার সত্যবাদিতার উপর আমার মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা রয়েছে। আমার কাছে রয়েছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাত রূপ রাহমাত। এখন যদি আমি তোমাদেরকে এর দাওয়াত না দেই এবং আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করি, আর তোমাদেরকে তাঁর ইবাদাতের দিকে আহ্বান না করি তাহলে কে এমন আছে যে আমাকে সাহায্য করতে পারে এবং তাঁর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে? তোমরা আমার কোনই উপকারে আসবেনা, তোমরা শুধু আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করবে।

৬৪। আর হে আমার কাওম! এটা হচ্ছে আল্লাহর উদ্বী যা তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব ওকে ছেড়ে দাও যেন আল্লাহর যমীনে চরে খায়, আর ওকে খারাপ উদ্দেশে স্পর্শ করনা, অন্যথায় তোমাদেরকে আকস্মিক শাস্তি এসে পাকড়াও করতে পারে।

٦٤. وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوَهَا تَكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ

৬৫। অনন্তর তারা ওকে মেরে ফেলল। তখন সে বলল : তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও; এটা ওয়াদা, যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।

٦٥. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

৬৬। অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, আমি সালিহকে এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল

٦٦. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ

<p>তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর বাঁচলাম সেই দিনের বড় লাঞ্ছনা হতে; নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব শক্তিমান, পরাক্রমশালী।</p>	<p>بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُؤْمِيذُ^ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ</p>
<p>৬৭। আর সেই যালিমদেরকে এক প্রচণ্ড ধ্বনি এসে আক্রমণ করল যাতে তারা নিজ নিজ গৃহে উপড় হয়ে পড়ে রইল।</p>	<p>٦٧. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمِينَ</p>
<p>৬৮। যেন তারা সেই গৃহগুলিতে কখনো বসবাস করেনি। ভাল রূপে জেনে রেখ! ছামূদ সম্প্রদায় নিজ রবের সাথে কুফরী করেছিল। জেনে রেখ, ছামূদ সম্প্রদায় রাহমাত হতে দূরে ছিটকে পড়ল।</p>	<p>٦٨. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا^ط أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ^ط أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ</p>

এ সব আয়াতের পূর্ণ তাফসীর, ছামূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা এবং উদ্ভীর বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলার নিকটই তাওফীক কামনা করছি।

<p>৬৯। আর আমার প্রেরিত মালাইকা ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল। (এবং) তারা বলল : সালাম! ইবরাহীম বলল : সালাম! অতঃপর অনতি বিলম্বে একটা ভাজা গো-বৎস</p>	<p>٦٩. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا^ط قَالَ سَلَامٌ^ط فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ</p>
--	---

আনয়ন করল।	بِعَجَلٍ حَنِيدٍ
৭০। কিন্তু যখন সে দেখল যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেনা তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবে লাগল এবং মনে মনে তাদের থেকে শংকিত হল। (এ দেখে) তারা বলল : ভয় করবেননা, আমরা লুত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	۷۰. فَمَا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ
৭১। আর তার স্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল। তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের।	۷۱. وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ
৭২। সে বলল : হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটাতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার!	۷۲. قَالَتْ يَنْوِيلَتِي ۖ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
৭৩। তারা (মালাক) বলল : আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে	۷۳. قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ ۖ عَلَيْكُمْ

মালাইকার ইবরাহীমের (আঃ) কাছে আগমন এবং ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূবের (আঃ) সুসংবাদ প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا যখন আমার দূতেরা ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে এলো। তাঁরা ছিল মালাইকা। একটি উক্তি এই রয়েছে যে, তাঁরা তাঁকে ইসহাকের (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় উক্তি এই আছে যে, তাঁরা তাঁকে লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। প্রথম উক্তিটির সাক্ষী হচ্ছে আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তা‘আলার নিম্নের উক্তি :

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ مُجْتَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ

অতঃপর যখন ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হল তখন আমার প্রেরিত মালাইকার সাথে লূতের কাওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করল। (সূরা হূদ, ১১ : ৭৪) মালাইকা এসে তাঁকে সালাম দিলেন। তিনিও তাঁদের সালামের জবাবে سَلَام বললেন। ইলমে বায়ানের আলেমগণ বলেন যে, মালাইকার সালামের উত্তরে ইবরাহীমের (আঃ) সালামটিই উত্তম। কেননা سَلَام শব্দটি رَفَعَ বা পেশ দিয়ে পড়ায় এতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব এসেছে।

সালাম বিনিময়ের পরেই ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের সামনে আতিথ্যরূপে গো-বৎসের ভাজা গোশ্চ পেশ করেন। অন্যত্র বর্ণিত আছে :

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

অতঃপর সে গৃহাভ্যন্তরে গেল এবং একটি মাংশল ভাজা গো-বৎস নিয়ে এল। তাদের সামনে রাখল এবং বলল : তোমরা খাচ্ছনা কেন? (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ২৬-২৭)

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ যখন তিনি দেখেন যে, নবাগত মেহমানগণ খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছেননা তখন তিনি তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগলেন এবং শঙ্কিত হলেন। সুদী (রহঃ) বলেন যে, লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংস সাধনের জন্য যে মালাইকার পাঠান হয়েছিল তাঁরা সুশ্রী যুবক রূপে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করেছিলেন। তারা ইবরাহীমের (আঃ) বাড়িতে আগমন করলে তিনি তাদেরকে দেখে খুবই সম্মান করেন এবং তাড়াতাড়ি গো-বৎসের গোশত গরম পাথরে সৈঁকে এনে তাদের সামনে পেশ করেন। নিজেও তিনি তাদের সাথে দস্তুরখানায় বসে পড়েন। তারা খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং বলেন : আমরা কোন খাদ্যের মূল্য না দেয়া পর্যন্ত তা খাইনা। ইবরাহীম (আঃ) বলেন : তাহলে মূল্য প্রদান করুন! তারা জিজ্ঞেস করলেন : এর মূল্য কত? তিনি উত্তরে বললেন : বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করা এবং খাওয়ার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, এটাই হচ্ছে এর মূল্য। এ কথা শুনে জিবরাইল (আঃ) মীকাদিলের (আঃ) দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তারা পরস্পর বলাবলি করেন যে, বাস্তবিকই তাঁর মধ্যে এই যোগ্যতা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের খলীল (বন্ধু) বানিয়ে নিবেন।

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ তখনও তারা যখন খাদ্য খেলেননা তখন বিভিন্ন প্রকারের ধারণা তাঁর অন্তরে জাতিত হল। সারা' (রহঃ) যখন দেখলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) স্বয়ং তাদেরকে আহার করানোর কাজে লেগে রয়েছেন তখন তিনিও খাবার পরিবেশনে লেগে যান এবং হেসে উঠেন। তিনি বললেন : কি আশ্চর্য! আমরা আমাদের মেহমানদেরকে অতি যত্নসহকারে সম্মানের সাথে যথাযোগ্য আতিথেয়তা করতে চাচ্ছি, অথচ তারাতো খাদ্যই গ্রহণ করছেননা। (তাবারী ১৫/৩৮৯) তাঁর এ অবস্থা দেখে মালাইকা তাঁকে বললেন : إِنَّا أَرْسَلْنَا আমরা মানুষ নই, বরং মালাইকা। লূতের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি।' লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংসের কথা শুনে সারা' (রাঃ) খুশি হয়ে হেসে উঠেন। ঐ সময় তিনি আরও একটি সুসংবাদ শুনলেন। তা এই যে, ঐ নৈরাশ্যের বয়সেও তিনি সন্তানের মা হবেন। এটা ছিল তাঁর কাছে খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। মোট কথা, মালাইকা তাঁকে ইসহাক (আঃ) নামক সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং এ কথাও বলেন যে, ইসহাকের (আঃ) ঔরসে ইয়াকুব (আঃ) নামক সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন। সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي
بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا
وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

যখন ইয়াকূবের মৃত্যু উপস্থিত হল তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল : আমার পরে তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদাত করবে? তারা বলেছিল : আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত করব এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকব। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৩৩)

এ আয়াত থেকে এই দলীল গ্রহণ করা যায় যে, ‘যাবীহুল্লাহ’ (আল্লাহর পথে যবাহকৃত) ছিলেন ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ) ছিলেননা। কেননা ইসহাকের (আঃ) ব্যাপারেতো এ সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর ঔরসে ইয়াকূব (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে, ইবরাহীমকে (আঃ) এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে ইসহাককে (আঃ) যেন কুরবানী করা হয়। অথচ তখন পর্যন্ত তিনি শিশু ছিলেন এবং তাঁর ঔরসে পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে বলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যাঁর নাম ইয়াকূব (আঃ) হবে বলেও আল্লাহ সুবহানাছ জানিয়ে ছিলেন? আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং তা তিনি কখনও ভঙ্গ করেননা। অতএব এটা কখনও সম্ভব হতে পারেনা যে, ইবরাহীমকে (আঃ) বলা হয়েছিল যে, তিনি যেন তাঁর শিশু পুত্রকে (ইসহাককে) কুরবানী করেন। বরং এটাই সঠিক কথা ও উত্তম সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ইবরাহীমকে (আঃ) নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তিনি যেন তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করেন।

মালাইকার এই শুভ সংবাদ শুনে নারীদের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী সারা’
قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي (রহঃ) বিস্ময় প্রকাশ করেন।

شَيْخًا (সে বলল : হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ) তার বিস্ময়ের কারণ ছিল এই যে, তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। সুতরাং সেই বয়সে সন্তান লাভ কিরূপে সম্ভব? এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। তার মুখের কথা তার ভাষায়ই আল্লাহ তা‘আলা অন্য এক আয়াতে বর্ণনা করেন :

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَءٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এসে গাল চাপড়িয়ে বলল : এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হবে? (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ২৯)

এ দেখে মালাইকা বললেন : **قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ** আল্লাহ তা‘আলার কাজে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? আল্লাহ তা‘আলা আপনাদেরকে এই বয়সেই সন্তান দান করবেন। যদিও আজ পর্যন্ত আপনার কোন সন্তান হয়নি এবং আপনার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছেন, তথাপি জেনে রাখুন যে, আল্লাহর ক্ষমতার কোন শেষ নেই। তিনি যা চান তাই হয়ে থাকে। তিনিতো শুধু বলেন ‘হও’ ফলে তা হয়ে যায়।

هَ نَارِي رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ হে নাবী পরিবারের লোক! তোমাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার রাহমাত ও বারাকাত রয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তাঁর কাজে বিস্ময় প্রকাশ করবে। তিনি হচ্ছেন প্রশংসার যোগ্য ও মহা মহিমাম্বিত। তিনি তাঁর সব কাজে, সব বাক্যে প্রশংসনীয়। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে এবং প্রতিদানে অতুলনীয়।

এখানে একটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : আমরা জানি যে, আপনাকে কিভাবে সম্ভাষণ করতে হবে, কিন্তু কিভাবে আমরা আপনার উপর দুরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেন, তোমরা পাঠ করবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যেরূপ ইবরাহীম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর বারাকাত দান কর, যেরূপ ইবরাহীম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (ফাতহুল বারী ৬/৪৬৯, মুসলিম ১/৩০৫)

<p>৭৪। অতঃপর যখন ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হল তখন আমার প্রেরিত মালাইকার সাথে লূতের কাওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করল।</p>	<p>٧٤. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ مُجْدِلًا فِي قَوْمٍ لُّوطٍ</p>
<p>৭৫। বাস্তবিক ইবরাহীম ছিল বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির, দয়ালু স্বভাব, কোমল হৃদয়।</p>	<p>٧٥. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ</p>
<p>৭৬। হে ইবরাহীম! এ কথা ছেড়ে দাও, তোমার রবের আদেশ এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক শাস্তি আসছে যা কিছুতেই প্রতিহত করার নয়।</p>	<p>٧٦. يٰإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ</p>

লূতের (আঃ) কাওমের ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) বিতর্ক

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, মেহমানদের খাদ্য না খাওয়ার কারণে ইবরাহীমের (আঃ) অন্তরে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হওয়ার পর তা দূর হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তাঁর সন্তান লাভ করারও শুভ সংবাদ পেয়ে যান। আর এটাও তিনি জানতে পারেন যে, মালাইকা লূতের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি মালাইকাকে জিজ্ঞেস করেন : ‘যদি কোন গ্রামে তিন শত মু‘মিন বাস করে তাহলে কি সেই গ্রামকে ধ্বংস করা যাবে? উত্তরে জিবরাইল (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা বলেন : ‘না।’ ইবরাহীম (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করেন : ‘যদি দুই শতজন মু‘মিন থাকে তাহলে ধ্বংস করা যাবে কি?’ এবারও ‘না’ উত্তর আসে। ইবরাহীম (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করেন : ‘যদি চল্লিশ জন মু‘মিন থাকে তাহলে ধ্বংস করা যাবে কি?’ এবারও ‘না’ উত্তর আসে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন : ‘যদি ত্রিশ জন মু‘মিন থাকে? জবাবে এবারও ‘না’ বলা হয়। এমনকি সংখ্যা কমাতে কমাতে পাঁচ জনের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মালাইকা উত্তরে না‘ই বলেন। আবার একজন মু‘মিন

থাকলে ঐ গ্রামকে ধ্বংস করা যাবে কিনা এ প্রশ্ন করা হলে ঐ 'না' উত্তরই আসে। তখন ইবরাহীম (আঃ) মালাইকাকে জিজ্ঞেস করেন : **فِي قَوْمٍ لُّوطٌ** সেখানেতো লূত (আঃ) রয়েছেন। তাহলে ঐ গ্রামে লূতের (আঃ) বিদ্যমানতায় কি করে আপনারা ওটাকে ধ্বংস করবেন? জবাবে মালাইকা বলেন : 'ঐ গ্রামে লূত (আঃ) যে রয়েছেন তা আমাদের জানা আছে। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের লোককে আমরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে রেহাই দেয়া হবেনা।' মালাইকার এ কথায় ইবরাহীম (আঃ) মনে প্রশান্তি লাভ করেন এবং নীরব হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ সত্যিই ইবরাহীম ছিল বড় সহিষ্ণু, দয়ালু ও কোমল হৃদয়। এ আয়াতের তাফসীর ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীর উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) উপরোক্ত আলোচনা ও সুপারিশের জবাবে তাঁকে বলেন :

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ হে ইবরাহীম! তুমি এসব কথা ছেড়ে দাও। তোমার রবের নির্দেশ এসেই গেছে। এখন তাদের উপর শাস্তি চলে আসবে এবং এটা আর কিছুতেই টলানোর নয়।

<p>৭৭। আর যখন আমার ঐ মালাইকা লূতের নিকট উপস্থিত হল তখন সে তাদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং সেই কারণে অন্তর সংকুচিত হল, আর বলল : আজকের দিনটি অতি কঠিন।</p>	<p>৭৭. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ</p>
<p>৭৮। আর তার কাওম তার কাছে ছুটে এলো, এবং তারা পূর্ব হতে কু-কার্যসমূহ করেই আসছিল। লূত বলল : হে আমার কাওম! (তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা</p>	<p>৭৮. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُرْعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَتَقَوْمِ هَؤُلَاءِ</p>

রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য
অতি উত্তম, অতএব তোমরা
আল্লাহকে ভয় কর এবং
আমাকে আমার মেহমানদের
সামনে অপমানিত করনা;
তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ
লোক কেহ নেই?

بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا
اللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِي
أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

৭৯। তারা বলল : তুমিতো
অবগত আছ যে, তোমার এই
কন্যাগুলির আমাদের কোন
প্রয়োজন নেই, আর আমাদের
অভিপ্রায় কি তাও তোমার
জানা।

٧٩. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا
فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ
لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

লূতের (আঃ) কাছে মালাইকার আগমন এবং তাদের মাঝে বাক্যের আদান প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই মালাইকা ইবরাহীমের (আঃ) কাছে
তাদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং
লূতের (আঃ) বাসভূমিতে বা তাঁর বাড়িতে পৌঁছেন। তারা সুদর্শন যুবকদের রূপ
ধারণ করেছিলেন, যেন লূতের (আঃ) কাওমের পূর্ণ পরীক্ষা হয়ে যায়। লূত
(আঃ) ঐ মেহমানদেরকে দেখে স্বীয় কাওমের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত
চিন্তাভিত্তি হয়ে পড়েন এবং মনে মনে পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার চিন্তা
ভাবনা করতে থাকেন। তিনি মনে মনে বলেন : ‘আমি যদি এদেরকে মেহমান
হিসাবে রেখে দেই তাহলে খুব সম্ভব আমার কাওমের লোকেরা সংবাদ পেয়ে
(তাদের সাথে দুষ্কার্য করার উদ্দেশ্যে) দৌড়ে আসবে। আর যদি অতিথি হিসাবে
আমার বাড়িতে না রাখি তাহলে এরা তাদেরই হাতে পড়ে যাবে।’ তাঁর মুখ
দিয়েও বেরিয়ে গেল : هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ আজকের দিনটি খুবই কঠিন ও
ভয়াবহ দিন। আমার কাওম তাদের দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবেনা, এতে কোন
সন্দেহ নেই। আর তাদের সাথে মুকাবিলা করারও আমার শক্তি নেই। সুতরাং কি
না জানি ঘটবে!’

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ঐ মালাইকা মানুষের আকারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঐ সময় লূত (আঃ) তাঁর বাসভূমিতে অবস্থান করছিলেন এমতাবস্থায় তারা তাঁর মেহমান হন। লজ্জা বশতঃ তিনি তাদেরকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করতে পারছিলেননা এবং বাড়িতে নিয়ে যেতেও সাহস করছিলেননা। তিনি তাদের আগে আগে চলছিলেন যেন তারা ফিরে যান শুধু এই উদ্দেশ্যে পৃথিমধ্যে তাদেরকে বলছিলেন : ‘আল্লাহর শপথ! এখানকার মত খারাপ ও দুশ্চরিত্র লোক আমি আর কোথাও দেখিনি।’ কিছু দূর গিয়ে আবার এ কথাই বলেন। মোট কথা, বাড়ি পৌছা পর্যন্ত এ কথা তিনি চারবার উচ্চারণ করেন। মালাইকাকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত না তাদেরকে নাবী তাদের মন্দ কাজের বর্ণনা দেন, সেই পর্যন্ত যেন তাদেরকে ধ্বংস করা না হয়। (তাবারী ১৫/৪০৮)

মালাইকার আগমনের খবর শোনা মাত্রই তাঁর কাওম আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে আসে। পুরুষ লোকদের সাথে দুষ্টকার্য করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ঐ সময় আল্লাহর নাবী লূত (আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন :

يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
 পরিত্যাগ কর। মহিলাদের দ্বারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ কর। بَنَاتِي অর্থাৎ ‘আমার কন্যাগুলি’ এ কথা তিনি এ কারণেই বলেন যে, প্রত্যেক নাবী তাঁর উম্মাতের যেন পিতা। লূত (আঃ) তাদেরকে বুঝাতে থাকেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সম্পর্কে তাদেরকে উপদেশ দেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে বলেন :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
 أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হবে? আর তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক, বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা শু‘আরা, ২৬ : ১৬৫-১৬৬)
 অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ

তারা বলল : আমরা কি দুনিয়াবাসী লোককে আশ্রয় দিতে আপনাকে নিষেধ করিনি? (সূরা হিজর, ১৫ : ৭০)

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

লুত বলল : একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। তোমার জীবনের শপথ! ওরাতো আপন নেশায় মত্ত ছিল। (সূরা হিজর, ১৫ : ৭১-৭২)

قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ (লুত বলল : হে আমার কাওম!

আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অতি উত্তম) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : এ কথা আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে, লুত (আঃ) তাঁর কাওমকে তাঁর নিজের কন্যাদের সম্পর্কে এটা বলেননি। বরং নাবী তাঁর সমস্ত উম্মাতের পিতা স্বরূপ। কাতাদাহ (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজনও এ কথাই বলেন। (তাবারী ১৫/৪১৩) লুত (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন :

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, মহিলাদের প্রতি আগ্রহান্বিত হও, তাদেরকে বিয়ে করে কাম বাসনা পূর্ণ কর। আর এ উদ্দেশ্যে পুরুষ লোকদের কাছে যেওনা। বিশেষ করে এরা আমার মেহমান। তোমরা আমার মর্যাদার দিকে খেয়াল কর।

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ তোমাদের মধ্যে কি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন একজন লোকও নেই? একজনও কি ভাল লোক নেই? তাঁর এ কথার জবাবে দুর্বৃত্তেরা বলেছিল : قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ তোমার কন্যাদের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। এখানেও بَنَاتِكَ অর্থাৎ তোমার কন্যাগণ দ্বারা

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا কাওমের মহিলাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তারা আরও বলল :

أَمْ نَرِيدُ আমরা কি চাই তা তুমি অবশ্যই জান। অর্থাৎ আমাদের মনের বাসনা হচ্ছে যুবকদের সাথে মিলিত হওয়া এবং তাদের দ্বারা কাম বাসনা মেটানো। সুতরাং আমাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করা এবং আমাদেরকে উপদেশ দান বৃথা।

<p>৮০। সে বলল : কি উত্তম হত যদি তোমাদের উপর আমার কিছু ক্ষমতা চলত, অথবা আমি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম!</p>	<p>৮০. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوَىٰ إِلَىٰ زُكْنٍ شَدِيدٍ</p>
<p>৮১। তারা (মালাইকা) বলল : হে লূত! আমরাতো আপনার রবের প্রেরিত বার্তাবাহক, তারা কখনো আপনার নিকট পৌঁছতে পারবেনা, অতএব আপনি রাতের কোন এক ভাগে নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে চলে যান, আপনাদের কেহ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না চায়; কিন্তু হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী যাবেনা, তার উপরও ঐ আপদ আসবে যা অন্যান্যদের প্রতি আসবে, তাদের (শাস্তির) অঙ্গীকার কৃত সময় হচ্ছে প্রাতঃকাল, প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?</p>	<p>৮১. قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بَاهِلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ</p>

লূতের (আঃ) অসহায়ত্বের ফলে সাহায্য কামনা এবং
তারা প্রকাশ করলেন যে, তারা আল্লাহর মালাইকা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً লূত যখন দেখল যে, তার উপদেশ তার কাওমের উপর ক্রিয়াশীল হচ্ছেনা তখন তাদেরকে ধমকের সুরে বলল : যদি আমার শক্তি থাকত বা আমার আত্মীয়-স্বজন শক্তিশালী হত তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের এই দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করাতাম।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : লূতের (আঃ) উপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক, অবশ্যই তিনি

কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি মহা মহিমাম্বিত আল্লাহর সত্তাকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর পরে যে নাবীকেই প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি তাঁর প্রভাবশালী কাওমের মধ্যেই প্রেরিত হয়েছেন। (তিরমিযী ৩১১৬) মালাইকা লূতের (আঃ) মনমরা অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেদের স্বরূপ তার কাছে প্রকাশ করেন। তারা বলেন :

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ হে লূত! আমরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। তারা কখনও আপনার নিকট পৌছতে পারবেনা। (এবং আমাদের নিকটও না)। আপনি অদ্য রাতের শেষ ভাগে আপনার পরিবার পরিজনসহ এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন। আপনি নিজে তাদের পিছনে থেকে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং সরাসরি নিজেদের পথে চলতে থাকবেন। وَلَا আপনাদের কেহই যেন কাওমের হা-হুতাশ, কান্নাকাটি এবং চীৎকার শুনে তাদের দিকে ফিরেও না দেখে। তারা আরও বলেন :

إِلَّا أَمْرًا تَكِ هَآءِ, আপনার স্ত্রী যাবেনা। এর থেকে তারা লূতের (আঃ) স্ত্রীকে পৃথক করে দেন। তারা বলেন যে, তার স্ত্রী তাদের অনুসরণ করতে পারবেনা, সে তার কাওমের শাস্তির সময় তাদের হা-হুতাশ ও কান্না শুনে তাদের দিকে ফিরে তাকাবে। কেননা তার কাওমের সাথে সেও ধ্বংস হয়ে যাবে, এ ফাইসালা আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে হয়েই গেছে। এক ক্রিআতে أَمْرًا تَكِ অর্থাত্ ত অক্ষরের উপর পেশ দিয়ে রয়েছে। যে সব বিজ্ঞজনের নিকট 'পেশ' ও 'যবর' দুটিই জায়য তারা বর্ণনা করেন যে, লূতের (আঃ) স্ত্রীও তাদের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় কাওমের চীৎকার শুনে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি। সে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল এবং 'হায় আমার কাওম!' এ কথা মুখ দিয়ে বেরও হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে একটা পাথর তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং সেও ধ্বংস হতে যায়। লূতকে (আঃ) আরও সাবুনা দানের জন্য তাঁর কাওমের শাস্তি নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার কথাও তাঁর কাছে বর্ণনা করে দেন :

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ সকাল হওয়া মাত্রই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর সকালতো খুবই নিকটে।

তাদের এ কথোপকথনের সময় লূতের (আঃ) কাওম তাঁর দরজার উপর দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। তারা প্রবলভাবে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল এবং লূত (আঃ) তাদেরকে ঠেকাতে ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তার ডানা দ্বারা তাদের মুখের উপর আঘাত করেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে যায় এবং পলায়নের পথও খুঁজে পাচ্ছিলেন। তাদের বর্ণনায় অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ

তারা লূতের নিকট হতে তার মেহমানদেরকে দাবী করল, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম : আশ্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম। (সূরা কামার, ৫৪ : ৩৭)

৮২। অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, আমি ঐ ভূ-খন্ডের উপরি ভাগকে নীচে করে দিলাম এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল,

۸۲. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا
عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

৮৩। যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল তোমার রবের নিকট; আর ঐ জনপদগুলি এই যালিমদের হতে বেশি দূরে নয়।

۸۳. مُسَوِّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا
هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

**লূতের (আঃ) শহরকে উল্টে দেয়া হল এবং
তাঁর কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল**

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا যখন আমার হুকুম (শাস্তি) এসে পৌঁছল, ওটা ছিল সূর্য উদিত হওয়ার সময়। সাদূম নামক গ্রামকে আল্লাহ তা‘আলা উপরি ভাগকে নীচে করে দেন।

فَغَشَّاهَا مَا عَشَّىٰ

ওকে আচ্ছন্ন করল কি সর্বগ্রাসী শাস্তি! (সূরা নাজম, ৫৩ : ৫৪)

তাদের উপর আকাশ থেকে পাকা মাটির পাথর বর্ষিত হতে লাগল, যা ছিল খুবই শক্ত ও বড় বড় ওয়নের। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, سَجِيل শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্ত, বড়। سَجِين ও سَجِيل এর لام ও نُون দু'বোন অর্থাৎ দু'টির অর্থ একই।

مَنْصُود শব্দের অর্থ হচ্ছে একের পর এক বা ক্রমাগত। ঐ পাথরগুলির উপর ঐ লোকগুলির নাম লিখা ছিল। যে পাথরে যে ব্যক্তির নাম লিখা ছিল ঐ পাথর ঐ ব্যক্তির উপরই বর্ষিত হচ্ছিল। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, مُسَوِّمَةٌ এর অর্থ হচ্ছে مُطَوَّقَةٌ অর্থাৎ 'তাওক' বা শৃংখল করা ছিল, যা লাল রঙ্গে ডুবিয়ে নেয়া হয়েছিল। (তাবারী ১৫/৪৩৮) এই পাথরগুলি ঐ শহরবাসীদের উপরও বর্ষিত হয় এবং ওখানকার যারা অন্য গ্রামে গিয়েছিল সেখানেও (তাদের উপর) বর্ষিত হয়। তাদের যে যেখানে ছিল সেখানেই পাথর দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। কেহ হয়তো কোন জায়গায় কারও সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সেখানেই আকাশ হতে তার উপর পাথর নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। মোট কথা, তাদের একজনও রক্ষা পায়নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدَ (বাসভূমি) হতে বেশি দূরে নয়। সুনানের হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' রূপে বর্ণিত আছে : যদি তোমরা কেহকে নূতের (আঃ) কাওমের আমলের মত আমল করতে দেখতে পাও তাহলে যে এই কাজ করছে এবং যার উপর করছে উভয়কেই হত্যা কর। (আবু দাউদ ৪৪৬২, তিরমিযী ১৪৫৬, ইব্ন মাজাহ ২৫৬১)

৮৪। আর আমি মাদইয়ানের (অধিবাসীদের) প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে প্রেরণ করলাম। সে বলল : হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া আর কেহ তোমাদের ইলাহ নেই; আর তোমরা

٨٤. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ

قَالَ يٰٓأَقْرَبُ أَتَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا

لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ ۚ وَلَا

পরিমাপে ও ওয়নে কম করনা ।
আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছল
দেখতে পাচ্ছি, আর আমি
তোমাদের প্রতি এমন এক
দিনের শাস্তির ভয় করছি যা
নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে ।

تَنْقُصُوا أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
إِنِّي أَرَأَيْكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

মাদইয়ানবাসীদের প্রতি শু'আইবের (আঃ) আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি মাদইয়ানবাসীর নিকট তাদের ভাই
শু'আইবকে নাবী করে পাঠিয়েছিলাম । তারা হচ্ছে আরাবের ঐ গোত্র যারা হিজায়
ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান মাআ'নের নিকট বসবাস করত । তাদের শহরের নাম
ছিল মাদইয়ান । তাদের নিকট শু'আইবকে (আঃ) নাবী করে পাঠানো হয় ।
তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক । আর তিনি তাদেরই মধ্যকার
একজন লোক ছিলেন । তাই তাঁকে **أَخَاهُمْ** বা তাদের ভাই বলা হয়েছে । তিনিও
নাবীগণের রীতিনীতি, অভ্যাস এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয়
কাওমকে এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেন । সাথে সাথে
তিনি তাদেরকে মাপে ও ওয়নে কম করা হতে বিরত থাকতে বলেন, যাতে কারও
হক নষ্ট করা না হয় । তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইহ্সানের কথা স্মরণ করিয়ে
দিয়ে বলেন :

إِنِّي أَرَأَيْكُمْ بِخَيْرٍ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছল
রেখেছেন । সুতরাং তোমরা তাঁর এই অনুগ্রহের কথা ভুলে যেওনা । তিনি তাদের
কাছে নিজের ভয় প্রকাশ করে বললেন : **وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ** যদি তোমরা তোমাদের শিরকপূর্ণ রীতিনীতি এবং অত্যাচারমূলক
কার্যকলাপ থেকে বিরত না থাক তাহলে তোমাদের এই ভাল ও স্বচ্ছল অবস্থা
দূরাবস্থায় পরিবর্তিত হবে ।

৮৫। আর হে আমার কাওম!
তোমরা পরিমাপ ও ওয়নকে

۸۵. وَيَقْوِمُوا أَوْفُوا أَلْمِكْيَالَ

<p>৮৬। আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তা'ই তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আর আমি তোমাদের পাহারাদার নই।</p>	<p>۸۶. بَقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ</p>

শু'আইব (আঃ) প্রথমে তাঁর কাওমকে মাপে ও ওয়নে কম করতে নিষেধ করেন। এরপর পরস্পর লেন-দেনের সময় ন্যায় পরায়ণতার সাথে পুরাপুরিভাবে মাপ ও ওয়ন করার নির্দেশ দেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃতলা সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্মক কাজ করতে নিষেধ করেন। তাঁর কাওমের মধ্যে ছিনতাই, ডাকাতি, লুটতরাজ প্রভৃতি বদ অভ্যাস অনুপ্রবেশ করেছিল। তিনি বলেন যে, মানুষের হক নষ্ট করে লাভবান হওয়ার চেয়ে আল্লাহ প্রদত্ত লাভ বহু গুণে শ্রেয়। (তাবারী ১৫/৪৪৭) তিনি তাদেরকে বলেন :

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

তুমি বলে দাও : পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১০০) সঠিকভাবে ওয়ন করে এবং পুরাপুরিভাবে মেপে হালাল উপায়ে যে লাভ হয় তাতেই বারাকাত হয়ে থাকে। অশ্লীলতা ও পবিত্রতার মধ্যে সমতা কোথায়? তোমাদের উচিত, আল্লাহরই ওয়াস্তে ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা, মানুষকে দেখানোর জন্য নয়।

<p>৮৭। তারা বলল : হে শু'আইব! তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এই</p>	<p>۸۷. قَالُوا يَشْعِيبُ</p>
--	------------------------------

শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা ঐ সব উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃ-পুরুষরা করে আসছে? অথবা এটা বর্জন করতে বল যে, আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি হচ্ছে বড় সহিষ্ণু, সদাচারী।

أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ
نَتْرِكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ
نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُا^ط
إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

শু‘আইবের (আঃ) দা‘ওয়াতে তাঁর কাওমের প্রতিক্রিয়া

আ‘মাশ (রহঃ) বলেন যে, এখানে صَلَوة দ্বারা قِرَاءَة উদ্দেশ্য। শু‘আইবের (আঃ) কাওম তাঁকে ঠাট্টা করে বলল : أَصْلَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرِكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ওহে, তুমি খুব ভাল কথাই বলছ! তোমার পঠন তোমাকে এটাই হুকুম করছে যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের রীতি-নীতি পরিত্যাগ করে আমাদের পুরাতন উপাস্যদের উপাসনা ছেড়ে দেই! আর এটাও খুব মজার কথা যে, আমরা আমাদের নিজেদের মালেরও মালিক থাকবনা, সুতরাং এ ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করতেও পারবনা। কেহকে মাপে ও ওয়নে কমও দিতে পারবনা। হাসান (রহঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! শু‘আইবের (আঃ) সালাতের দাবী এটাই ছিল যে, তিনি তাদেরকে গাইরুল্লাহর ইবাদাত ও মাখলূকের হক বিনষ্ট করা হতে বিরত রাখবেন। (তাবারী ১৫/৪৫১) শাউরী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন : ‘আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি’ তাদের এই উক্তি দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছে : ‘আমরা কেন যাকাত দিব?’ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ বাস্তবিকই তুমি হচ্ছে বড়ই সহিষ্ণু, সদাচারী। তারা শুধু বিদ্রূপ করেই শু‘আইবকে (আঃ) জ্ঞানবান ও ধর্মপরায়াণ বলেছিল।

৮৮। সে বলল : হে আমার কাওম! আচ্ছা বলতো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণের

৮৮. قَالَ يَلْقَوْمٍ أُرْءَيْتُمْ إِنْ

শু'আইবের (আঃ) কাওমের দাবী খন্ডন

শু'আইব (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলতে লাগলেন : **عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي**

وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا দেখ, আমি আমার রবের তরফ হতে দলীল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি এবং সেই দিকেই তোমাদেরকে আহ্বান করছি। আমার রাব্ব আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক উত্তম রিয্ক দান করেছেন। কেহ কেহ বলেছেন যে, এখানে উত্তম রিয্ক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নাবুওয়াত। আবার কেহ কেহ হালাল জীবিকা অর্থ নিয়েছেন। দু'টিই হতে পারে। তিনি বলেন :

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالَفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَاكُم عَنْهُ আমার নীতি এরূপ পাবেনা যে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের হুকুম করব এবং নিজে গোপনে এর বিপরীত কাজ করব। আমারতো একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করা। তবে হ্যাঁ, আমার উদ্দেশ্যের সফলতা আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে। **إِنِّي أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ** তাঁরই উপর আমি ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাভর্তন করি ও ঝুঁকে পড়ি।

৮৯। আর হে আমার কাওম! আমার প্রতি তোমাদের জন্য হটকারিতা যেন এই কারণ না হয়ে পড়ে যে, তোমাদের উপর সেই রূপ বিপদসমূহ এসে পড়ে যেমন নূহের কাওম অথবা হুদের কাওম অথবা সালিহর কাওমের উপর পতিত হয়েছিল; আর লূতের কাওমতো তোমাদের হতে দূরে (যুগে) নয়।

৮৯. وَيَقَوْمٍ لَا تَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ

৯০। আর তোমরা তোমাদের (পাপের জন্য) রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকে মনোনিবেশ কর; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব পরম দয়ালু, অতি প্রেমময়।

৯০. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

হে ওয়াঁ কাওম! لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي : হে 'আইব (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন : আমার কাওম! তোমরা আমার প্রতি শত্রুতা ও হিংসায় পড়ে কুফরী ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়না। তাহলে তোমাদের উপর ঐ শাস্তিই এসে পড়বে যা তোমাদের পূর্বে তোমাদের মত অন্যায়কারীদের উপর এসেছিল। যেমন নূহ (আঃ), হুদ (আঃ) এবং লূতের (আঃ) উপর এসেছিল। বিশেষ করে লূতের (আঃ) কাওমতো তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয় এবং তাদের বাসস্থানও তোমাদের বাসভূমির অতি নিকটবর্তী। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমার সাথে মতবিরোধ করে তোমরা বিপথে যেওনা। (তাবারী ১৫/৪৫৫) সুদী (রহঃ) বলেন, আমার প্রতি তোমাদের শত্রুতার কারণে তোমরা তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও অবিশ্বাসের উপর অবিচল থেকনা, যার ফলে তোমাদেরকে যেন তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত আযাবের সম্মুখীন হতে না হয়।

বলা হয়েছে وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন যে, এটা যেন গতকালের ঘটনা।

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী পাপরাশির জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমার রাব্ব এইরূপ লোকদের উপর অত্যন্ত দয়ালু হয়ে যান এবং তাদেরকে নিজের প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন যারা এভাবে নিজেদের পাপের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

৯১। তারা বলল : হে ষু'আইব! তোমার বর্ণিত অনেক কথা আমাদের বুঝে আসেনা এবং আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি, আর যদি তোমার প্রতি তোমার স্বজনবর্গের লক্ষ্য না থাকত তাহলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করে ফেলতাম, আর আমাদের নিকট তোমার কোনই মর্যাদা নেই।

۹۱. قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ
كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ
فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيزٍ

৯২। সে বলল : হে আমার কাওম! আমার পরিজনবর্গ কি তোমাদের কাছে আল্লাহ অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান? আর তোমরা তাঁকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ? নিশ্চয়ই আমার রাব্ব তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপকে বেষ্টন করে আছেন।

۹۲. قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَهْطِيْ أَعَزُّ
عَلَيْكُمْ مِّنْ آلِهَةٍ وَاتَّخَذْتُمُوهُ
وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّيْ
بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

শু'আইবের (আঃ) কাওমের লোকদের প্রতি ভয় প্রদর্শন

শু'আইবের (আঃ) কাওম তাঁকে বলল : **يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ** :

হে শু'আইব! তোমার অধিকাংশ কথা আমাদের বোধগম্য হয়না। আর তুমি নিজেও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল। শাউরী (রহঃ) বলেন যে, তাঁকে 'খাতীবুল আমিয়া' (নাবীগণের ভাষণ দাতা) বলা হত। (তাবারী ১৫/৪৫৮) কেননা তাঁর ভাষণ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। সুদী (রহঃ) বলেন যে, তিনি একাকী ছিলেন বলেই তাঁকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে দুর্বল বলেছিল। কেননা তাঁর আত্মীয় স্বজনরাই তাঁর ধর্মের উপর ছিলনা। তারা তাঁকে বলেন :

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ তোমার গোত্রের সবল লোকেরা তোমার প্রতি লক্ষ্য না করলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতাম অথবা তোমাকে মন খুলে গালমন্দ দিতাম। আমাদের মধ্যে তোমার কোন মর্যাদা নেই।

শু'আইবের (আঃ) কাওমের লোকদের দাবী খন্ডন

তাদের এ কথা শুনে তিনি তাদেরকে বলেন : **قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ** :

হে লোকসকল! আমার ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেই তোমরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ, আল্লাহর জন্য নয়? তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর নাবীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তোমরা তাঁকেই ভয় করছনা?

وَرَاءَكُمْ ظَهْرِي বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ভয়কে পশ্চাতে নিক্ষেপ করছ! তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্যের প্রতি তোমাদের কোন খেয়ালই নেই। **إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ** আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অবস্থা পূর্ণরূপে অবগত আছেন। তিনিই তোমাদের পুরাপুরি বদলা দিবেন।

৯৩। আর হে আমার কাওম!
তোমরা নিজেদের অবস্থায় কাজ
করতে থাক, আমিও (আমার)
কাজ করছি। সত্বরই তোমরা

৯৩. وَيَقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ
مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ

জানতে পারবে যে, কে সেই ব্যক্তি যার উপর এমন শাস্তি আসন্ন যা তাকে অপমানিত করবে এবং কে সেই ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী ছিল; আর তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।

تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ
وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ

৯৪। (আল্লাহ বলেন) আর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল তখন আমি মুক্তি দিলাম শু'আইবকে, আর যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ রাহমাতের এবং ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন। অতঃপর তারা নিজ গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল,

۹۴. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا
شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي
دِيرِهِمْ جَثَمِينَ

৯৫। যেন তারা এই গৃহগুলিতে বাস করেনি। ভাল রূপে জেনে নাও, রাহমাত হতে দূরে সরে পড়ল মাদইয়ান, যেমন দূর হয়েছিল ছামুদ (সম্প্রদায়) রাহমাত হতে।

۹۵. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا
بُعْدًا لِّمَدْيِنَ كَمَا بَعَدَتْ
ثَمُودُ

শু'আইবের (আঃ) কাওমের প্রতি হুশিয়ারী

আল্লাহর নাবী শু'আইব (আঃ) যখন তাঁর কাওমের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান তখন তিনি তাদেরকে বলেন : اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنِّي

ঠিক আছে, سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ

তাদের প্রতিবেশী এবং কুফরী ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের মতই ছিল। তাছাড়া এই উভয় কাওমই ছিল আরাবীয়।

<p>৯৬। এবং আমি মূসাকে প্রেরণ করলাম আমার মুজিয়াসমূহ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে -</p>	<p>৯৬. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ</p>
<p>৯৭। ফির'আউন ও তার প্রধানদের নিকট। অতঃপর তারাও ফির'আউনের মতানুসারে চলতে রইল এবং ফির'আউনের কোন কথা মোটেই সঠিক ছিলনা।</p>	<p>৯৭. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ</p>
<p>৯৮। কিয়ামাত দিবসে সে নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে, অতঃপর তাদেরকে উপনীত করবেন জাহান্নামে, আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান, যাতে তারা উপনীত হবে।</p>	<p>৯৮. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ</p>
<p>৯৯। আর আল্লাহর লানত তাদের সাথে সাথে রইল এই দুনিয়ায়ও এবং কিয়ামাত দিবসেও। কতই না নিকৃষ্ট পুরস্কার! যা একটির পর আর একটি তাদেরকে দেয়া হবে (দুনিয়ায় ও আখিরাতে)।</p>	<p>৯৯. وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ</p>

মূসা (আঃ) এবং ফির'আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি কিবতী কাওমের বাদশাহ ফির'আউন এবং তার প্রধানদের নিকট স্বীয় রাসূল মূসাকে (আঃ) নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল

প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেন। কিন্তু কিবতীরা ফির'আউনের আনুগত্য পরিত্যাগ করলনা। তারা তারই ভ্রাতৃ নীতির পিছনে পড়ে রইল। এই দুনিয়ায় যেমন তারা ফির'আউনের আনুগত্য পরিত্যাগ করলনা, বরং তাকে নেতা মেনে চলল, অনুরূপভাবে কিয়ামাতের দিনও তারা তারই পিছনে থাকবে এবং সে তাদের সবাইকে নেতৃত্ব দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর তাদের মধ্যে ফির'আউনকেই সবচেয়ে বেশি কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا

কিন্তু ফির'আউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। (সূরা মুযাশ্শিল, ৭৩ : ১৬) আল্লাহ সুবহানাহু আরও বলেন :

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ.

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْزَةِ وَالْأُولَىٰ. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ

কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল। অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্টিত হল। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, আর বলল : আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দণ্ডের নিমিত্ত। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ২১-২৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ

কিয়ামাতের দিন সে (ফির'আউন) নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিবে, আর তা হবে অতি নিকৃষ্ট স্থান, যাতে তারা উপনীত হবে।

অনুরূপভাবে অসং লোকদের অনুসারীদেরকেও কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করানো হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ

তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩৮) এবার আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন যে, জাহান্নামে তারা বলবে :

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا. رَبَّنَا إِنَّا ضَعِفِينَ
مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৭-৬৮)

وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ জাহান্নামের শাস্তির উপর এটা আরও অতিরিক্ত শাস্তি যে, জাহান্নামীরা ইহকালে এবং পরকালে উভয় স্থানেই চিরস্থায়ী লা'নতের শিকার হবে। এটা আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/৪৬৯) অনুরূপভাবে যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ দ্বারা দুনিয়া এবং আখিরাতের লা'নতকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৫/৪৬৯-৪৭০) এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ.
وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ.

তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা। এই পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামাত দিবসেও তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৪১-৪২) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে : ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিষ্কেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৪৬)

<p>১০০। এটা ছিল এই যে, জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, ওগুলির মধ্যে কোন কোনটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে।</p>	<p>۱۰۰. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَرَىٰ نَقْصُهُ عَلَيْهِ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ</p>
<p>১০১। আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। বস্তুতঃ তাদের কোনই উপকার করেনি তাদের সেই উপাস্যগুলি যাদের তারা ইবাদাত করত আল্লাহকে ছেড়ে, যখন এসে পৌঁছল তোমার রবের হুকুম; তাদের ক্ষতি সাধন ছাড়া তারা আর কোনো কিছুই বৃদ্ধি করলনা।</p>	<p>۱۰۱. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهِمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ</p>

অতীত দিনের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ

আল্লাহ তা‘আলা নাবীগণের ও তাঁদের উম্মাতবর্গের ঘটনাবলী এবং কিভাবে তিনি কাফিরদেরকে ধ্বংস করেন এবং মু‘মিনদেরকে মুক্তি দেন, এসব বর্ণনা করার পর তিনি এখানে বলেন :
 ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَرَىٰ نَقْصُهُ عَلَيْهِ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ
 ওগুলি হচ্ছে ঐ গ্রামবাসীদের কিছু ঘটনা যা আমি তোমার (রাসূলুল্লাহর সঃ) সামনে বর্ণনা করছি। ওগুলির মধ্যে কতগুলি গ্রাম এখনও আবাদী রয়েছে এবং কতগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
 আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করে তাদেরকে ধ্বংস করিনি। বরং তারা নিজেরাই কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আর তারা যে সব বাতিল

মা'বুদের উপর নির্ভর করেছিল বিপদের সময় তারা তাদের কোনই কাজে আসেনি। বরং তাদের পূজা-পার্বনই তাদের ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হয়। উভয় জগতের শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়।

وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (তাদের ক্ষতি সাধন ছাড়া তারা আর কোনো কিছুই বৃদ্ধি করলনা) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস সাধন। তাদের এ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্নের কারণ এই যে, তারা মিথ্যা মা'বুদদের অনুসরণ করেছে। সুতরাং তারা দুনিয়ায়ও ক্ষতিগ্রস্ত এবং আখিরাতেও। (তাবারী ১৫/৪৭৩)

১০২। এরূপই তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর।

۱۰۲. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ
إِذَا أَخْذَ الْقَرْيَ وَهِيَ ظَلَمَةٌ
إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : যেভাবে আমি ঐ অত্যাচারী কাওমকে ধ্বংস করেছি, তেমনিভাবে যারাই এদের মত আমল করবে তাদেরকেও এইরূপ প্রতিফলই পেতে হবে। إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও খুবই যন্ত্রনাদায়ক ও কঠিন হয়ে থাকে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু মূসা আশ্আ'রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে অবকাশ ও টিল দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত কোন অবকাশ মিলবেনা। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭)

১০৩। এসব ঘটনায় সেই ব্যক্তিদের জন্য বড় উপদেশ রয়েছে যারা পরকালের শাস্তি কে ভয় করে; ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত

۱۰۳. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَن
خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ

মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন।	<p>يَوْمَ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمَ مَشْهُودٌ</p>
১০৪। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি।	<p>১০৪. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ</p>
১০৫। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। অতঃপর তাদের মধ্যে কতকা দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান।	<p>১০৫. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ</p>

অবিশ্বাসীদের শহরকে ধ্বংস করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামাতও অবশ্যম্ভাবী

আল্লাহ তা'আলা বলেন : কাফিরদেরকে ধ্বংস করা এবং মু'মিনদেরকে মুক্তি দেয়ার মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে আমার ওয়াদার সত্যতার, যে ওয়াদা আমি কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে করেছি। তিনি বলেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫১) অন্যত্র তিনি বলেন :

فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ

অতঃপর রাসূলদেরকে তাদের রাব্ব অহী প্রেরণ করলেন; যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১৩) মহান আল্লাহ বলেন :

ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ এটা এমন একটা দিন হবে যে দিন সমস্ত মানুষকে অর্থাৎ প্রথম ও শেষের সব মানুষকে একত্রিত করা হবে, একজনও বাদ যাবেনা। একই ধরনের বাণী প্রেরণ করে অন্যত্র সাবধান করা হয়েছে :

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৭) ওটা হবে বড়ই কঠিন দিন। ঐ দিন হবে সকলের উপস্থিতির দিন। সেই দিন মালাক ও রাসূলদেরকে হাযির করা হবে এবং সমুদয় সৃষ্ট জীবকে একত্রিত করা হবে। তারা হচ্ছে মানব, দানব, পাখী, বন্য জন্তু এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এবং গৃহপালিত পশুসহ সমস্ত কিছু। প্রকৃত ন্যায় বিচারক উত্তম রূপে ন্যায় বিচার করবেন। তিনি তিল পরিমাণও অত্যাচার করবেননা। যদি কিছু সাওয়াব থাকে তাহলে তিনি তা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন।

وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। কিয়ামাত সংঘটিত হতে বিলম্ব হওয়ার কারণ এই যে, একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দুনিয়া বানী আদম দ্বারা আবাদ হতে থাকবে এটা মহান আল্লাহ পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এতে মোটেই আগ-পিছ করা হবেনা। অতঃপর এই নির্দিষ্ট সময় শেষে কিয়ামাত সংঘটিত হবে। يَوْمَ يَأْتِ لَا يَكَلِّمُنَا يَوْمَ يَأْتِ لَا يَكَلِّمُنَا يَوْمَ يَأْتِ لَا يَكَلِّمُنَا য়েদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেই দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেহই মুখ খুলতে পারবেনা।

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৭৮ : ৩৮)

وَحَشَعْتُ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ

দয়াময়ের সামনে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। (সূরা তা-হা, ২০ : ১০৮) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে শাফা'আতের হাদীসে রয়েছে যে, সেই দিন রাসূলগণ ছাড়া কেহই কথা বলবেনা এবং তাঁদের কথা হবে : 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন, আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন।' (ফাতহুল বারী ২/৩৪১,

মুসলিম ১/১৬৯) হাশরের মাইদানে বহু হতভাগ্য লোকও থাকবে এবং বহু ভাগ্যবান লোকও থাকবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
(সূরা শূরা, ৪২ : ৭)

ইবন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ অবতীর্ণ হয় তখন উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা কিসের উপর আমল করব? আমাদের আমল কি এর উপর হবে যা পূর্বে শেষ হয়ে গেছে (অর্থাৎ পূর্বেই লিখিত আছে), নাকি এর উপর যা পূর্বে শেষ হয়নি (বরং নতুনভাবে লিখিত হবে)?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন : ‘হে উমার! আপনাদের আমল এর উপর ভিত্তি করেই হবে যা পূর্বেই লিখা হয়ে গেছে। (নতুনভাবে আর লিখা হবেনা) তবে প্রত্যেকের জন্য ওটাই সহজ হবে যার জন্য (অর্থাৎ যে কাজের জন্য) তার সৃষ্টি হয়েছে।’ (তিরমিযী ৩১১১)

১০৬। অতএব যারা দুর্ভাগা হবে তারা জাহান্নামে এরূপ অবস্থায় থাকবে যে, তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে।

১০৬. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

১০৭। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে। তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা; নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব যা কিছু চান তা তিনি পূর্ণ রূপে সমাধা করতে পারেন।

১০৭. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

দুর্ভাগাদের করুণ অবস্থা এবং তাদের গন্তব্যস্থল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ** (জাহান্নামে কাফির ও পাপীদের অবস্থা এইরূপ হবে যে,) তাতে তাদের চীৎকার ও আতর্নাদ হতে থাকবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **زَفِيرٌ** হয় কণ্ঠে এবং **وَشَهِيقٌ** হয় বক্ষে। (তাবারী ১৫/৪৮০) জাহান্নামের শাস্তির কারণেই তাদের অবস্থা এরূপ হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ এ ব্যাপারে ইমাম আবু জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : কোন কিছু চিরস্থায়িত্ব বুঝানোর সময় আরাববাসীদের পরিভাষায় বলা হত : **هَذَا دَائِمٌ دَوَامَ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ** এটা আসমান ও যমীনের চিরস্থায়িত্বের মত চিরস্থায়ী। অনুরূপভাবে তারা বলত :

هُوَ بَاقٍ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ যতদিন পর্যন্ত রাত্রি ও দিনের বিবর্তন চলবে, ততদিন পর্যন্ত সে বাকী ও স্থায়ী থাকবে। সুতরাং **مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ** দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা চিরস্থায়িত্ব বুঝাতে চেয়েছেন, শর্ত হিসাবে তিনি এ শব্দগুলি ব্যবহার করেননি। তাছাড়া এও হতে পারে যে, এই আসমান ও যমীনের পরে আখিরাতে অন্য আসমান ও যমীন হবে, যেমন তিনি বলেন :

يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ

যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪৮) এ কারণেই হাসান বাসরী (রহঃ) **مَا دَامَتِ** এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন : আমরা যে পৃথিবী ও আকাশ দেখতে পাই তা ছাড়া আরও যে পৃথিবী ও আকাশ রয়েছে সেই কথাই আল্লাহ তা‘আলা এখানে উল্লেখ করেছেন। ঐ আকাশ ও পৃথিবী পর-জাগতিক। তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে **إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ** ভিন্ন কথা; নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব যা কিছু চান তা তিনি পূর্ণ রূপে সমাধা করতে পারেন। এ ধরনের আরও একটি আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে :

النَّارُ مَثْوًى لَّكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান, তাতে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন (তারাই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে)। তোমাদের রাক্ব অতিশয় সম্মানিত এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান। (সূরা আন'আম, ৬ : ১২৮)

উপরের আয়াতে যাদের কথা ব্যতিক্রম বলে বর্ণনা করা হয়েছে তারা হলেন তাওহীদে বিশ্বাসী ও আমলকারী ঐ সমস্ত লোক যাদের কোন আচরণে অবাধ্যতা প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ গাফুরুর রাহীম শাফায়াতকারীর সুপারিশে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। শাফায়াত বা সুপারিশ করার যাদেরকে সুযোগ দেয়া হবে তারা হলেন মালাইকা, নাবী/রাসূল এবং মু'মিন বান্দাদের কেহ কেহ। যারা বড় পাপ করেছে তাদের ব্যাপারেও তাঁরা সুপারিশ করার সুযোগ পাবেন। অতঃপর দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সব লোকদেরকেও জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দিবেন যারা জীবনে তাদের ঈমান আনার পর কোন উত্তম আমলই করেনি, একমাত্র মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা ছাড়া। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ), জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এবং সাহাবীগণের আরও অনেকের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। কোন মুসলিমই শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবেনা। শুধু তারাই সেখানে থাকবে যাদের জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনই সুযোগ থাকবেনা, যেমন শির্ককারী ইত্যাদি। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী, সালাফ এবং পরবর্তী আলেমগণের ইহাই মতামত।

১০৮। পক্ষান্তরে যারা হয়েছে ভাগ্যবান, বস্তুতঃ তারা থাকবে জান্নাতে (এবং) তাতে তারা অনন্ত কাল থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে, কিন্তু যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা; ওটা অফুরন্ত দান হবে।

۱۰۸. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ

ভাগ্যবানদের বর্ণনা এবং তাদের গন্তব্যস্থল

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ভাগ্যবানরা অর্থাৎ রাসূলদের অনুসারীরা জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবেনা। আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব যতদিন বাকী থাকবে ততদিন তারাও জান্নাতে থাকবে। কিন্তু যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে সেটা আলাদা কথা। অর্থাৎ তাদেরকে চিরদিন জান্নাতে রাখা আল্লাহর সত্তার উপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। বরং এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। (মুসলিম ৪/২১৮১) যাহহাক (রহঃ) ও হাসানের (রহঃ) উক্তি এই যে, এটাও একাত্মবাদী পাপীদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। তারা কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে।

مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ এটা হচ্ছে আল্লাহর দান যা কখনও শেষ হবার নয়। ইবন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়াহ (রহঃ) প্রমুখ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৫/৪৯০) মহান আল্লাহ এ কথা এ জন্যই বললেন যাতে জান্নাতীরা জান্নাতে চিরকাল থাকবেনা এরূপ খটকা বা সন্দেহ যেন না থাকে। কেহ কেহ হয়তো মনে করতে পারেন যে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন' এ বাক্য দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাতের অপার আনন্দ ও সুখভোগ একদিন শেষ হয়ে যাবে অথবা পরিবর্তিত হবে। এরই জবাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, জান্নাতের শান্তি ও আনন্দ চিরস্থায়ী, তা কখনও শেষ হবেনা। অনুরূপভাবে ন্যায় বিচারক আল্লাহ তা'আলা এটাও জানিয়ে দিচ্ছেন যে, জাহান্নামীদের জন্য আগুনের শান্তিও তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কখনও কমানো হবেনা। তিনি বলছেন যে, যারা শান্তিপ্ৰাপ্ত হবে তা তাদের প্রতি ন্যায় বিচারের কারণে অবশ্যই প্রাপ্য। তাই আল্লাহ বলেন : إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব যা কিছু চান তা তিনি পূর্ণ রূপে সমাধা করতে পারেন। অনুরূপ তিনি বলেন :

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, মৃত্যুকে মোটা-তাজা সুদর্শন রংয়ের ভেড়ার আকারে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর ওটাকে জান্নাতী ও

জাহান্নামীদের মধ্যস্থানে যবাহ করা হবে। তারপর বলা হবে : ‘হে জান্নাতবাসী! তোমাদের এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে। তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা। আর হে জাহান্নামবাসী! তোমাদেরকে এখানে চিরকাল অবস্থান করতে হবে এবং তোমাদেরও আর মৃত্যু হবেনা।’ (ফাতহুল বারী ৮/২৮২, মুসলিম ৪/২১৮৮)

সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, বলা হবে : হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য এই ফাইসালা করা হল যে, তোমরা এখানে চিরকাল বাস করবে, তোমাদের কখনও মৃত্যু হবেনা। তোমরা যুবক অবস্থায়ই থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা। তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবেনা এবং তোমরা খুশি থাকবে, কখনও দুঃখিত হবেনা। (মুসলিম ৪/২১৮২)

১০৯। সুতরাং এরা যার উপাসনা করে ওর সম্বন্ধে তুমি এতটুকুও সংশয় বোধ করনা; তারাও ঠিক সেই রূপেই ইবাদাত করছে যে রূপে তাদের পূর্ব-পুরুষরা ইবাদাত করত। এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের (শাস্তির) অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দিব, একটুও কম না করে।

১০৯. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيحُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ

১১০। আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর ওতে মতভেদ করা হল। আর যদি একটি উক্তি তোমার রবের পক্ষ হতে পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়ে না থাকত তাহলে ওদের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত। এবং এই লোকেরা এর সম্বন্ধে এমন

১১০. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي

সন্দেহে (পতিত) আছে যা তাদেরকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।	شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
১১১। আর নিশ্চিত এই যে, তোমার রাব্ব তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।	<p>১১১. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ</p>

আল্লাহর সাথে শরীক করা নিঃসন্দেহে বড় যুল্ম

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : هَٰؤُلَاءِ لَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ! হে নাবী! মুশরিকরা যে শরীক স্থাপন করছে তা যে সম্পূর্ণ রূপে বাতিল ও ভিত্তিহীন এ ব্যাপারে তুমি মোটেই সন্দেহ করনা। তাদের কাছে তাদের বাপ-দাদাদের প্রচলিত রীতি ছাড়া শিরক করার পক্ষে আর কোন দলীল নেই। তারা যদি কোন সৎ কাজ করে, তাদের সেই সৎ কাজের বিনিময় দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হবে। আখিরাতে তাদের কোনই অংশ নেই। সুতরাং সেখানে তাদের প্রাপ্য হবে কঠিন শাস্তি।

‘নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দিব, একটুও কম না করে’ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই উক্তি সম্পর্কে আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন : এর ভাবার্থ হচ্ছে তাদের সঙ্গে ভাল ও মন্দের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হবে, একটুও কম করা হবেনা।

মহান আল্লাহ বলেন : আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়। কেহ স্বীকার করে নেয় এবং কেহ অস্বীকার করে। সুতরাং হে নাবী! তোমার অবস্থাও তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের মতই হবে। وَلَوْلَا

كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ এবং দলীল প্রমাণাদি পূর্ণ করার পূর্বে আমি শাস্তি প্রদান করিনা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৫)

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. فَاصْبِرْ عَلَىٰ

مَا يَقُولُونَ

তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং এক নির্ধারিত সময় না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত ত্বরিত শাস্তি। সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। (সূরা তা-হা, ২০ : ১২৯-১৩০) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

নিশ্চিতরূপে সকলেই এইরূপ যে, তোমার রাব্ব তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। অর্থাৎ তিনি তাদের সমুদয় আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তা গুরুত্বপূর্ণই হোক অথবা নগণ্যই হোক এবং ছোটই হোক কিংবা বড়ই হোক। এই আয়াতে বহু পঠন রয়েছে, যেগুলির অর্থ এই দিকেই ফিরে আসে যা আমরা উল্লেখ করেছি। যেমন আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তি রয়েছে :

وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

এবং অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩২)

১১২। অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, দৃঢ় থাক এবং সেই লোকেরাও যারা কুফরী হতে তাওবাহ করে তোমার সাথে রয়েছে, আর (ধর্মের) গন্ডি হতে একটুও বের হয়োনা; নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন।

১১২. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

১১৩। আর যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়না, অন্যথায় তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, আর আল্লাহ ছাড়া তোমরা কোন সাহায্যকারী পাবেনা, অতঃপর তোমাদেরকে কোন সাহায্যও করা হবেনা।

۱۱۳. وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

সরল সঠিক পথ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর মু‘মিন বান্দাদেরকে সরল সোজা পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। শত্রুর মুকাবিলায় এবং বিজয় লাভের এটাই সবচেয়ে বড় উপদেশ। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বিরুদ্ধাচরণ ও হঠকারিতা করা থেকে নিষেধ করছেন। কেননা এটাই হচ্ছে ধ্বংসকারী বিষয়, যদিও তা কোন বিধর্মী মুশরিকের উপরও করা হয়। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। তাদের কোন কাজ থেকেই তিনি উদাসীন ও অমনোযোগী নন এবং তাঁর কাছে কোন কিছু গোপনও নেই।

لَا تَرْكَبُوا إِيَّاهُ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
এর অর্থ হল, তোমরা তাদের সাথে সমঝোতা করনা। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে : তোমরা শিরকের দিকে ঝুঁকে পড়না। আর আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল : তোমরা যালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়না। এটাই হচ্ছে উত্তম উক্তি।

فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
তাহলে তোমরা এই রূপ হবে যে, তোমরা তাদের কাজে সম্মত হয়ে গেছ। এরূপ হলে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে এবং তখন কে এমন আছে যে, তোমাদের থেকে শাস্তি দূর করতে পারে? এমতাবস্থায় আল্লাহ তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করবেননা এবং কোন বন্ধুও পাবেনা যে তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে।

<p>১১৪। এবং সালাতের পাবন্দী হও দিনের দু'প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে সৎ কার্যসমূহ অসৎ কার্যসমূহকে মিটিয়ে দেয়; এটা হচ্ছে একটি (ব্যাপক) নাসীহাত, নাসীহাত মান্যকারীদের জন্য।</p>	<p>۱۱۴. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ</p>
<p>১১৫। আর ধৈর্য ধারণ কর। কেননা আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের কর্মফলকে পণ্ড করেননা।</p>	<p>۱۱۵. وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ</p>

সালাত কায়েম করার আদেশ

আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ দ্বারা ফাজর ও মাগরিবের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৫/৫০৩) হাসান (রহঃ) ও আবদুর রাহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এরূপই বলেছেন। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ওটা হচ্ছে ফাজর ও আসরের সালাত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে দিনের প্রথম ফাজর এবং যুহর ও আসরের সালাত। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারায়ী (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। وَلِذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন বলেন যে, এর দ্বারা ইশার সালাত বুঝানো হয়েছে। ইব্ন মুবারাক (রহঃ) মুবারাক ইব্ন ফাযালা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে মাগরিব ও ইশার সালাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাগরিব ও ইশা এ দু'টি হচ্ছে রাতের কিছু অংশের সালাত। অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে মাগরিব ও ইশার সালাত।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফারয হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করে দেয়া হয় মি'রাজের রাতে। মি'রাজের পূর্বে শুধু দুই ওয়াক্ত সালাত অবতীর্ণ হয়। এক ওয়াক্ত সালাত সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আর এক ওয়াক্ত সালাত সূর্যাস্তের পূর্বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর উম্মাতের উপর শেষ রাতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব করা হয়। অতঃপর ইহা উম্মাতের উপর থেকে রহিত করা হয় এবং তাঁর উপর বহাল থেকে যায়। অতঃপর তাঁর উপর থেকেও ইহা আদায় করার বাধ্য বাধকতাও রহিত হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

উত্তম আমল অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : **إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ** নিশ্চয়ই সৎ কার্যাবলী মন্দকার্যসমূহকে মুছে ফেলে। মুসলিমদের নেতা চতুর্থ খালীফা আলী ইব্ন আবী তালিবের (রাঃ) মাধ্যমে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : যখনই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কোন বাণী শুনেছি তখনই তা থেকে আমি আল্লাহর ইচ্ছায় উপকার লাভ করেছি। আমাকে যখন কেহ কোন কথা বলতেন তখন আমি তাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জানতে চেয়েছি যে, ঐ কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য কি না। যদি সে শপথ করে বলত তাহলে আমি তার কথা বিশ্বাস করতাম। একবার আবু বাকর (রাঃ) আমাকে বললেন, তিনিতো একজন সত্যবাদী লোক, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কোন মুসলিম যদি কোন পাপ করে, অতঃপর উযু করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করে দেন। (আহমাদ, ১/৯, আবু দাউদ ২/১৮০, তিরমিযী ৮/৩৫৭, নাসাঈ ৬/১০৯, ইব্ন মাজাহ ১/৪৪৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আমিরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) তিনি উযু করেন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযুর ন্যায়)। তারপর বলেন : 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এভাবেই উযু করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার এই উযুর ন্যায় উযু করবে, অতঃপর কোন কথা না বলে বিশুদ্ধ অন্তরে দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (ফাতহুল বারী ১/৩২০, মুসলিম ১/২৬০)

সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আচ্ছা বলত, যদি তোমাদের কারও বাড়ীর দরজার কাছে প্রবাহিত নদী থাকে এবং সে প্রত্যহ তাতে পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? তারা (সাহাবীগণ) উত্তরে বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! না (তার দেহে কোন ময়লা থাকবেনা)।’ তিনি তখন বললেন : ‘এটাই দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এগুলির কারণে আল্লাহ তা‘আলা ভুলত্রুটি ও পাপরাশি ক্ষমা করে থাকেন।’ (বুখারী ৫২৭, মুসলিম ৬৬৭) সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমু‘আ হতে আর এক জুমু‘আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান হতে আর এক রামাযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ (ক্ষমা করার কারণ), যে পর্যন্ত কাবীরা গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকা যায়।’ (মুসলিম ১/২০৯)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক কোন একটি মহিলাকে চুম্বন করে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে এবং তাঁকে এ খবর অবহিত করে (এবং অত্যন্ত লজ্জিত হয়)। তখন আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত আয়াতটি (১১ : ৪৪) অবতীর্ণ করেন। তখন লোকটি বলে : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কি শুধু আমারই জন্য নির্দিষ্ট?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘না, বরং আমার সমস্ত উম্মাতের জন্য। (ফাতহুল বারী ২/১২, ৭/২০৬)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক উমারের (রাঃ) নিকট এসে বলে : ‘এক মহিলা কেনা-কাটার জন্য আমার নিকট এসেছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমি তাকে কক্ষে নিয়ে গিয়ে সহবাস ছাড়া তার সাথে সব কিছু করেছি। সুতরাং এখন শারীয়াতের বিধান মতে আমার উপর হদ জারী করুন।’ তার এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বলেন : ‘তুমি ধ্বংস হও, সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে (জিহাদে) গেছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে?’ সে উত্তরে বলে : ‘হ্যাঁ।’ তিনি তাকে বললেন : ‘তুমি আবু বাকরের (রাঃ) কাছে গিয়ে এটা জিজ্ঞেস কর। সে তখন তাঁর কাছে যায় এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করে। তিনিও বলেন : সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে (জিহাদে) রয়েছে বলে অনুপস্থিত আছে। অতঃপর তিনি উমারের (রাঃ) ন্যায় বললেন। অতঃপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যায়। তাঁকেও সে ঐ কথাই বলল। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে

(জিহাদে) আছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে।’ এই সময় উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন লোকটি বলে : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই সুসংবাদ কি শুধু আমার জন্যই নির্দিষ্ট, নাকি সমস্ত মানুষের জন্যই?’ উমার (রাঃ) তখন তার হাত দ্বারা এই লোকটির বক্ষে মারেন এবং বলেন : ‘না, এই নি‘আমাত নির্দিষ্ট নয়, বরং এটা সাধারণ লোকদের জন্যও বটে।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : উমার (রাঃ) সত্য বলেছেন। (আহমাদ ১/২৪৫)

১১৬। বস্তুতঃ যে সব সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক হয়নি, যারা দেশে ফাসাদ বিস্তারে বাধা প্রদান করত, সামান্য কয়েকজন ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম। আর যারা অবাধ্য ছিল তারা যে আরাম আয়েশে ছিল, ওর পিছনেই পড়ে রইল এবং অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ল।

১১৬. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ
مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ
عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
قَلِيلًا مِّمَّنْ أُنْجِئْنَا مِنْهُمْ
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

১১৭। আর তোমার রাব্ব এমন নন যে, জনপদসমূহকে অন্যায়-ভাবে ধ্বংস করবেন, অথচ ওর অধিবাসীরা সং কাজে লিপ্ত রয়েছে।

১১৭. وَمَا كَانَ رَبُّكَ
لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا
مُصْلِحُونَ

একটি দল থাকবে যারা অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আমি অতীত যুগের লোকদের মধ্যে এমন লোকদেরকে পাইনি যারা দুষ্ট ও অবাধ্য লোকদেরকে

অন্যায় ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখত। এই অল্প সংখ্যক লোক ওরাই যাদেরকে আমি শাস্তি থেকে রক্ষা করে থাকি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের মধ্যে এরূপ দলের বিদ্যমানতা অপরিহার্য করে নির্দেশ দিয়েছেন :

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারা সুফল প্রাপ্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৪)

এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন একটি দল খারাপ কাজ হতে দেখে এবং তারা তাতে বাধা দেয়না, আল্লাহ তখন তাদেরকে আযাবের চাদর দিয়ে ঢেকে দিবেন। (ইবন মাজাহ ২/১৩২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي
বস্ত্ততঃ যে সব সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে
গত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক হয়নি, যারা দেশে ফাসাদ বিস্তারে
বাধা প্রদান করত, সামান্য কয়েকজন ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে
রক্ষা করেছিলাম।

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ আর যারা অবাধ্য ছিল তারা যে আরাম
আয়েশে ছিল, ওর পিছনেই পড়ে রইল। যালিমদের নীতি এটাই যে, তারা
তাদের বদ অভ্যাস থেকে ফিরে আসেনা। সৎ আলেমদের ফরমানের প্রতি তারা
মোটেই ঞ্ক্ষিপ করেনা। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি তাদের অজান্তে আল্লাহর
আযাব এসে পড়ে।

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ ভাল বস্তুগুলির উপর আল্লাহ তা'আলার
পক্ষ হতে অত্যাচারমূলক শাস্তি কখনও আসেনা। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের
উপর যুল্ম করে নিজেদেরকে শাস্তির যোগ্য করে তোলে। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া
তা'আলা যুল্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। যেমন তিনি বলেন :

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। (সূরা হুদ, ১১ : ১০১) অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ

তোমার রাব্ব বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করেননা। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ৪৬)

১১৮। এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে,

۱۱۸. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ
النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا
يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

১১৯। কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়। আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানব সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই।

۱۱۹. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ
رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

আল্লাহর হিদায়াত সবাই লাভ করেনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর ক্ষমতা কোন কাজ থেকে অপারগ নয়। তিনি ইচ্ছা করলে সবাইকেই ইসলামের ছায়াতলে অথবা কুফরীর উপর একত্রিত করতে পারতেন। যেমন তিনি বলেন :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৯)

كِتَابٌ تَرَاهُ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ কিছ্র তারা মতভেদ করতেই থাকবে, কিছ্র যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়। মানুষের মত, দীন, মাযহাব সব সময় পৃথক পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আসছে। তাদের পস্থা ভিন্ন এবং আর্থিক অবস্থাও হবে পৃথক إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ তবে হ্যাঁ, যাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হয় তারা সব সময় রাসূলদের অনুসরণ ও আল্লাহ তা‘আলার হুকুম পালনের কাজে তৎপর থাকে। এখন যারা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত তারাই হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম। মুসনাদ ও সুনানের হাদীসসমূহে রয়েছে, যার প্রতিটি সনদ অন্য সনদকে শক্তিশালী করে থাকে যে, তারাই হবে শান্তি হতে মুক্তিপ্রাপ্ত দল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ইয়াহুদীদের একাঙরটি দল হয়েছে এবং খৃষ্টানরা বাহাঙরটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর আমার উম্মাতের তিহাঙরটি দল হবে। একটি দল ছাড়া সব দলই জাহান্নামী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ একটি দল কারা?’ উত্তরে তিনি বললেন : ‘তারা হচ্ছে ওরাই যারা ওরই উপর রয়েছে যার উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে।’ (আহমাদ ২/৩৩২, আবু দাউদ ৫/৪, তিরমিযী ৭/৩৯৭, ইব্ন মাজাহ ২/১৩২২, হাকিম ১/১২৯)

আ‘তার (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী مُخْتَلِفِينَ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মাজুসী। আর আল্লাহর রাহমাতপ্রাপ্ত দল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে একনিষ্ঠ ধর্ম ইসলামের অনুগত লোকেরা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই দলই হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার রাহমাত প্রাপ্ত ও সংঘবদ্ধ দল, যদিও তাদের দেশ ও দেহ পৃথক। আর অবাধ্য লোকেরাই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দল, যদিও তাদের দেশ ও দেহ এক হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্য এ জন্যই হয়েছে। দুর্ভাগা ও ভাগ্যবান এ দু’টি হচ্ছে আদি কালের বন্টন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ হে নাবী! তোমার রবের এই ফাইসালা হয়ে আছে যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এই দু’প্রকারের লোক থাকবে এবং এই দু’প্রকারের লোক দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ণ করা

হবে। এর পূর্ণ হিকমাত একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি মানুষ ও জিনের একটি দল দ্বারা জান্নাত পূরণ করবেন এবং তাদের অন্য একটি দল দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবেন। তাঁরই কাছে রয়েছে এ সবার নিগূঢ়তা এবং বিচক্ষণতা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে একবার তর্ক বিতর্ক হয়। জান্নাত বলে, আমার মধ্যে শুধুমাত্র দুর্বল লোকেরাই প্রবেশ করে থাকে।’ আর জাহান্নাম বলে : ‘আমাকে অহংকারী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।’ তখন মহা মহিমাম্বিত আল্লাহ জান্নাতকে বলেন : ‘তুমি আমার রাহমাত বা করুণা। আমি যাদেরকে ইচ্ছা করব তোমার দ্বারা আরাম ও শান্তি দিব।’ আর জাহান্নামকে বলেন : ‘তুমি আমার শাস্তি। আমি যাদেরকে চাব তোমার শাস্তি দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আমি তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করব। সব সময়েই নি‘আমাতপূর্ণ জান্নাতের কিছু জায়গা খালি থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা ওতে বসবাসের জন্য নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। জাহান্নামও সদা সর্বদা বলতে থাকবে আরও কিছু আছে কি? তখন আল্লাহ তা‘আলা ওর মুখে নিজের পা রাখবেন। তখন সে বলে উঠবে : ‘আপনার মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে’। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৪৪, মুসলিম ৪/২১৮৬)

১২০। রাসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, যদ্বারা আমি তোমার চিন্তকে দৃঢ় করি। এর মাধ্যমে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মু‘মিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী।

১২০. وَكُلًّا نَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন : পূর্ববর্তী উম্মাতদের তাদের নাবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, নাবীগণের তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করা, শেষে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়া, কাফিরদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং নাবী, রাসূল ও মু‘মিনগণের মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী আমি তোমাকে এ জন্য

শোনাচ্ছি, যেন তোমার মনকে আমি আরও দৃঢ় করি এবং অন্য নাবীদের প্রতি আমার সাহায্য স্মরণ করে তোমার অন্তরে যেন পূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসে।

هَذِهِ الْحَقُّ এই দুনিয়ায় তোমার উপর সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং তোমার সামনে সত্য ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এটা কাফিরদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় যাতে বাতিল থেকে ফিরে আসে এবং মু'মিনদের জন্য উপদেশ। তারা এর দ্বারা উপকার লাভ করবে।

১২১। যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বল : তোমরা যেমন করছ, করতে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করছি।	<p>۱۲۱. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ</p>
১২২। এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।	<p>۱۲۲. وَأَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ</p>

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশের সুরে বলছেন : ধমকানো, ভয় প্রদর্শন এবং সতর্কতা হিসাবে কাফিরদেরকে বলে দাও : তোমরা তোমাদের নীতি থেকে না সরলে তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও, আমরাও আমাদের নীতির উপর কাজ করে যাচ্ছি।

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عِقَابُ الدَّارِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কার পরিণাম কল্যাণকর। নিঃসন্দেহে অত্যাচারীরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৩৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তিনি তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং সর্ব বিষয়ে সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাঁর বাণীকে সমুচ্চ রেখেছেন এবং অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে অভিশপ্ত ও নিচু করেছেন। আল্লাহ হচ্ছেন মহান ও সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

১২৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর, আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার রাব্ব অনবহিত নন।

১২৩. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, আস্‌মান ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্যের জ্ঞান শুধুমাত্র তাঁরই রয়েছে। তাঁরই কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁরই কাছে সবাইরই আশ্রয় স্থল। তাই আল্লাহ তা‘আলা তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করতে বলছেন। কেননা যে ব্যক্তি তাঁর উপর ভরসা করে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ তোমার ব্যাপারে তারা যে মিথ্যারোপ করছে সেই সম্বন্ধে তোমার রাব্ব অনবহিত নন। আমি আমার সৃষ্ট জীবের অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তাদেরকে আমি তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করব দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও এবং উভয় জগতে তোমাকে সাহায্য করব।

সূরা হুদ এর তাফসীর সমাপ্ত।